বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর পরিবেশগত অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রত্যয়ন	i
	মহাপরিচালকের বক্তব্য	iii
	শব্দ সংক্ষেপের তালিকা	v
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	১-৭
০১	**নিরীক্ষার পটভূমি**	৮
	১.১. বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক অবস্থা	৮-৯
	১.২. বাংলাদেশের হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক অবস্থা	৯-১০
	১.৩. মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর চিকিৎসা বর্জ্যের প্রভাব	১১
	১.৪. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োগযোগ্য আইন, বিধি-বিধানসমূহ	১১
০২	**হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ**	১১-১২
	২.১ অভ্যন্তরীণ হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Inhouse Hospital Waste Management)	১২-১৪
	২.২ বহির্বিভাগীয় হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Outhouse Medicale Waste Management)	১৪-১৫
০৩	**নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলী**	১৫
	৩.১ নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য (Overall Objectives)	১৫
	৩.২ নিরীক্ষার পরিধি (Audit Scope)	১৫-১৬
	৩.৩ নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ও নির্ণায়ক (Audit Objectives & Criteria) (পরিশিষ্ট -১)	১৬
	৩.৪ নিরীক্ষার পদ্ধতি (Audit Approach)	১৬
	৩.৫ নিরীক্ষার জনবল (Audit Resources)	১৭
	৩.৬ নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) সংক্রান্ত।	১৭
০৪	**নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ও সুপারিশমালা**	১৮-৫০

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রত্যয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন, ১৯৭৪ এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত কার্যাবলী) (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করা হলো ।

স্বাক্ষরিত
(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ: ১৩/০৬/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৮/০৯/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাংলাদেশের হাসপাতালগুলো হতে প্রতিনিয়ত ক্ষতিকর সংক্রামক ও অসংক্রামক হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে। হাসপাতাল বর্জ্যের বিভিন্ন ধরন রয়েছে যেমন, সাধারণ বর্জ্য, পুনঃব্যবহারযোগ্য, পুনঃচক্রায়ণযোগ্য, ধারালো (কাঁচ, ব্লেড, সূঁচ ইত্যাদি) রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত পরীক্ষার বর্জ্য, মানব শরীরের কর্তিত অংশ, রাসায়নিক বর্জ্য, ঔষধজাত বর্জ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া তরল চিকিৎসা বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে রোগীর রক্ত ও পূঁজ, সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি হতে নির্গত বর্জ্য, ডায়াগোনষ্টিক সেন্টারের মাধ্যমে সংগৃহীত নমুনা'র অংশ বিশেষ এবং সংক্রামিত দ্রব্যাদি (রক্ত ও পুঁজযুক্ত ব্যান্ডেজ)। উল্লেখ্য যে, US Environmental Protection Agency (EPA) এর মতে, হাসপাতাল বর্জ্যের প্রায় ১৫% সংক্রামক বর্জ্য।

হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ এর সংগ্রহ, পরিবহন এবং চূড়ান্ত পরিশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত জনবল, রোগী, স্বাস্থ্যকর্মী, বর্জ্য সংগ্রহকারী, বর্জ্য বহনকারী এবং সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এমনকি এর জন্য বায়ু, বাতাস, পানিও দূষিত হতে পারে এবং মানব দেহে এর প্রভাব পড়তে পারে। তবে উল্লেখ্য যে, হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রয়োজনীয় সরকারি বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু এর যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারিগরী মান নির্ধারণ, হাসপাতালসমূহে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সরবরাহ, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন, প্রতিবেদন প্রণয়ন, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। সে কারণে হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী।

বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মহোদয় বাংলাদেশের হাসপাতালসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর এনভায়রনমেন্ট অডিট পরিচালনা করার জন্য পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। গভর্ণমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং ইনটোসাই (INTOSAI) অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণ পূর্বক এ এনভায়রনমেন্ট অডিট কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। নিরীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত
মোহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভূঁঞা
মহাপরিচালক
পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ: ~~১৩/০৬/১৪২৩~~ বঙ্গাব্দ
~~২৮/০৯/২০১৬~~ খ্রিস্টাব্দ

শব্দ সংক্ষেপঃ

ADB	Asian Development Bank
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
BCAS	Bangladesh Centre for Advanced Studies
BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee
CBO	Community Based Organization
CI	Conservancy Inspector
CMSD	Central Medicine Store Depot
CIDA	Canadian International Development Agency
CCC	Chittagong City Corporation
DCC	Dhaka City Corporation
DGHS	Director General of Health Services
DOE	Department of Environment
EPA	Environmental Protection Agency
ETP	Effluent Treatment Plant
ESD	Essential Service Delivery
GOB	Government of Bangladesh
HAI	Hospital Associated Infectious
HCE	Health Care Establishment
HIV	Human Immune Deficiency Virus
HNPSP	Health, Nutrition and Population Sector Programme
HPN	Health, Population and Nutrition
HPNSDP	Health Population and Nutrition Sector Development Programme
HPSP	Health and Population Sector Programme
HWM	Hospital Waste Management
HS	Hospital Services
ICDDRB	International Centre for Diarrhoeal Diseases and Research, Bangladesh
INTOSAI	International Organization of Supreme Audit Institutions
ISSAI	International Standards of Supreme Audit Institutions
JICA	Japan International Co-operation Agency
KCC	Khulna City Corporation
MOE&F	Ministry of Environment and Forests
MOH&FW	Ministry of Health & Family Welfare
MOLG&RD	Ministry of Local Government & Rural Development
MOU	Memorandum of Understanding
NEMAP	National Environmental Action Plan
NGO	Non-Government Organization
NICC	National Implementation Co-ordination Committee
OP	Operation Plan
PPR	Public Procurement Rules
SPEMP	Strengthening Public Expenditure Management Programme
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome
TEC	Technical Evaluation Committee
TOR	Terms of Reference
UHC	Upazila Health Complex
WHO	World Health Organization

বাংলাদেশের হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর পরিবেশগত অডিট

নির্বাহী সার-সংক্ষেপঃ

নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য ছিল হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহের উপযোগীতা, প্রয়োগ এবং হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা যাচাই করা।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬০৬টি সরকারি (বেড সংখ্যা ৪৪,০৮২টি), ২৭৬৮টি বেসরকারি (বেড সংখ্যা ৪৭,০২০টি) সহ সর্বমোট ৩,৩৭৪টি হাসপাতাল (বেড সংখ্যা ৯১,১০২টি) এবং ৪,৯২৭টি ডায়াগোনষ্টিক সেন্টার রয়েছে। দেশের সমস্ত হাসপাতালে কি পরিমাণ বর্জ্য সংগ্রহ এবং চূড়ান্ত পরিশোধন করা হচ্ছে তা সঠিকভাবে জানার জন্য দেশের সমস্ত হাসপাতালসমূহে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়, এবং এটি নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না। বিভিন্ন পর্যায়ে দৈবচয়নের ভিত্তিতে হাসপাতাল সমূহের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

বর্ণিত অবস্থা এবং সময়ের বিবেচনায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়সহ দেশের ৫টি বিভাগের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ, পরিচালক- বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক- বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ, জেলা ও উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহে (নমূনায়নের ভিত্তিতে) এ নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এভাবে মোট ৫০ টি ইউনিট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জানুয়ারী/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত এ নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা হয়।

তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ,বর্জ্য ব্যবস্থা ও পদ্ধতি পরিদর্শন, এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ, প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং ৫টি বিভাগের মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার মাধ্যমে এ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের পারফরমেন্স অডিট ম্যানুয়েল এবং International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs 300, 3000, and 3100) এ নিরীক্ষায় অনুসরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ঃ

ইস্যু-১ ঃ বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধি-মালা ২০০৮ পর্যালোচনা ঃ

- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ঃ হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে হালনাগাদ না করায় অনেক ক্ষেত্রেই তা সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এ সংক্রান্ত আইনের সঠিক অনুশীলনও হয় না।
- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ঃ এ বিধিতে স্থানীয় সরকারসমূহকে (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ) বহির্বিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবশ্য পালনীয় কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা জারী হবার পর থেকে এটি হালনাগাদ করা হয়নি;
- এতে তরল চিকিৎসা বর্জ্যের পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটেনি;
- পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা নিরূপন করে না;
- বিধিতে তরল চিকিৎসা বর্জ্যকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলেও এর পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি;
- এ ছাড়া চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ প্রচলিত বিধি বহির্বিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সরকারের (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ) করণীয় সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি।

ফলাফলঃ

- চিকিৎসা বর্জ্যের সঠিকভাবে পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের অভাবে এগুলো অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যা ভূগর্ভস্থ পানি, বিভিন্ন জলাধার, নদী-নালা ইত্যাদি দূষণ করছে। এমনকি এর ফলে বাতাস ও পানি দূষিত হওয়ার করণে মানব দেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে;
- এতে করে মানব দেহে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ব্যাধি ছড়াচ্ছে (যেমন উদরাময়, চর্ম রোগ, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, এইডস, সার্স, ভাইরাসজনিত রক্তবাহিত রোগ ইত্যাদি)। অসংগৃহীত বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে রাখার ফলে অশোভনীয় দৃশ্যেরও অবতারণা হচ্ছে।

অডিট সুপারিশঃ

- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে,
- ক্ষতিকর ও সাধারণ হাসপাতাল বর্জ্য পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা;
- তরল চিকিৎসা বর্জ্যের পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পরিবহণ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিধিতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন;
- বহির্বিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারসমূহের (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ) দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- এ ব্যাপারে নির্দেশনা জারী করা যে, প্রতিটি হাসপাতাল থেকে কি পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে হালনাগাদ ডাটা বেইজ তৈরি করা এবং কে এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা;
- এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, সকল হাসপাতালসমূহ যেন হাসপাতাল বর্জ্য পরিবহনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিওর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে;
- হাসপাতাল কর্মী ও বহিরাগতদের মধ্যে পুনঃচক্রায়নযোগ্য ও প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় বন্ধের বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা জারী করতে হবে।

ইস্যু ২ঃ চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন।

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কমিটিসহ অন্যান্য কমিটিগুলো এখনও গঠন করা হয়নি;
- (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং যথাযথ সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি;
- জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা অথবা জেলা পর্যায়ে সরকারিভাবে ব্যাপকহারে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি;
- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) ছাড়াই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- সারা দেশে কি পরিমাণ হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি, সংগ্রহ ও চূড়ান্তভাবে পরিশোধন করা হচ্ছে তার কোন ডাটা বেইজ নেই।
- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মী বা জনবল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করছে।

অনিয়মের কারণঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কমিটিগুলো গঠন করা হয়নি। হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্তৃপক্ষসমূহ এ ব্যাপারে যথাযথ অগ্রাধিকার ও গুরুত্বারোপ করেনি এবং হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে একত্রিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে কোন কর্তৃপক্ষকে এককভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। এ সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদান, পারস্পারিক আলোচনা কিংবা সমন্বয়ের জন্য আলাদাভাবে কোন কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি।
- কি পরিমাণ হাসপাতাল বৈধ লাইসেন্সের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট নেই এবং অবৈধভাবে পরিচালিত লাইসেন্সবিহীন হাসপাতালসমূহের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযানও পরিচালনা করা হচ্ছে না। হাসপাতালসমূহ তাদের দ্বারা কি পরিমাণ বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে তার কোন তথ্য সংরক্ষণ করে না। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ তাদের আওতাধীন হাসপাতালগুলোতে কি পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে এবং কি পরিমাণ পুনঃচক্রায়ণযোগ্য প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি অবৈধভাবে বাহিরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সংরক্ষণ করে না।
- নিরাপত্তামূলক দ্রব্যাদি যেমন, গাউন/ এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি হাসপাতালসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ দেখা যায়নি কিংবা সরবরাহ করা হলেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীরা সেগুলো ব্যবহার করছে না। এ ছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীরা ভালভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এবং চিকিৎসা বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও অবগত নয়।

ফলাফলঃ

- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধির যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থাকে সমন্বয় করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে কোন কর্তৃপক্ষকে এককভাবে দায়িত্ব প্রদান না করার ফলে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কেউই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে না।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যকর তদারকী না থাকার কারণে অনুমোদনহীনভাবে পরিচালিত হাসপাতালসমূহের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। অন্যদিকে দেশে প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন, মাসিক কিংবা বাৎসরিক, কি পরিমাণ হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে তার কোন বাস্তব তথ্য নেই।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে প্রিজম (প্রিজম এর তথ্য মতে এটি ঢাকা শহরের ৫০% এর কম হাসপাতাল থেকে দৈনিক ০৬ (ছয়) টন এর মত হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধন করে) বিভিন্ন হাসপাতাল হতে হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহের যে তথ্য সংরক্ষণ করে তা পরিপূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়।
- চিকিৎসা বর্জ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের অভাবে এর চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য ভবিষ্যতের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা কঠিন ও অসম্ভব হয়ে পড়বে। চিকিৎসা বর্জ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকবলের পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ব্যাধি ছড়াচ্ছে (যেমন উদরাময়, চর্মরোগ, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, এইডস, সার্স, ভাইরাসজনিত বিভিন্ন রক্তবাহিত রোগ ইত্যাদি)।

অডিট সুপারিশঃ

পরিবেশ অধিদপ্তরের করণীয়,

- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি ও অন্যান্য কমিটিসমূহ গঠন করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- যে সকল হাসপাতালসমূহ পরিবেশগত ছাড়পত্রের আওতায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের সৃষ্ট বর্জ্য সংক্রান্ত (কালার কোড অনুসারে) ডাটা বেইজ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;
- যে সকল হাসপাতাল এবং ক্লিনিকসমূহ বৈধ লাইসেন্স ব্যতিত তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে হাসপাতাল/ক্লিনিক বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করণীয়,

- বিধি অনুযায়ী জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জরুরী ভিত্তিতে সমন্বয় কমিটিগুলো গঠনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- হাসপাতালসমূহ হতে কি পরিমাণ হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

এছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তাদের আওতাধীন হাসপাতাল থেকে কি পরিমাণ হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ হচ্ছে এবং পুনঃচক্রায়ণযোগ্য মালামাল সম্পর্কিত হিসাব রাখার (ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করা) বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

হাসপাতালসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে যে,

- প্রতিদিন হাসপাতালে কি পরিমাণ বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে তার তথ্য সংরক্ষণ করা;
- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিভিন্ন উপকরণ যেমন; এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি সঠিকভাবে সরবরাহ করা;
- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের এ সকল উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং হাসপাতাল বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

ইস্যু ৩ঃ হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদন,সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা;

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজন এবং চাহিদা মাফিক বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়নি;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে কালার কোড অনুযায়ী বর্জ্য বিভাজন করে না;
- প্রিজমের তথ্য মতে প্রতিদিন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সৃষ্ট ক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্যের ৫০% এর কম সংগৃহীত হচ্ছে (১৩ টনের মধ্যে ৬ টন) এবং বাকী ৫০% এর অধিক বর্জ্য অসংগৃহীত রয়ে যাচ্ছে;
- ঢাকার বাহিরে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনে কোন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না;
- চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মাতুয়াইল ব্যতিত দেশের অন্য কোথাও আলাদা কোন নিরাপদ Landfill নেই;
- পুনঃচক্রায়নযোগ্য মেডিক্যাল বর্জ্য এবং প্লাষ্টিক সামগ্রী কোন রকম পরিশোধন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা যথেষ্ঠ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুপস্থিত।

অনিয়মের কারণঃ

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ০৬(ছয়) রঙ এর পরিবর্তে ০৪(চার) রঙ এর বিন সরবরাহ করা হয়েছে এবং সকল উপজেলায় পরিশোধনের জন্য পিট তৈরি করা হয়নি। হাসপাতালগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্জ্য কালার কোড অনুযায়ী আলাদা করে না এবং হাসপাতালে কর্মরত জনবল সকল বর্জ্যকে সাধারণ বর্জ্য হিসাবে গণ্য করে;

- ঢাকার হাসপাতালগুলোতে হাপাতাল বর্জ্যের ৫০% এর কম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং বাকী অংশ অসংগৃহীত রয়ে যাচ্ছে। ঢাকার বাহিরে দেশের অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিশোধনের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নীতি অনুসরণ করা হয় না;

- ক্ষতিকর হাসপাতাল বর্জ্যের পুনঃচক্রায়ন কিংবা চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য বাংলাদেশের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মাতুয়াইলে একটি মাত্র পরিকল্পিত ল্যান্ডফিল রয়েছে। অনেক বিভাগীয় এবং সকল জেলা শহরে স্থানীয় সরকারগুলো এ ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং বগুড়া পৌরসভার পক্ষে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দেখভালের জন্য আলাদাভাবে কাউকে কোন দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। এ সকল শহরে যে সব এনজিও নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের বেশীর ভাগই কোন রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা শক্তিশালী নয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হাসপাতালগুলোর জন্য এ সংক্রান্ত কোন Key Performance Indicator স্থির করেনি। ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, স্যালাইন ব্যাগ ইত্যাদি হাসপাতাল চত্বরে অবৈধভাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কি শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে তা বিধিতে উল্লেখ করা হয়নি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিংবা হাসপাতালগুলো এ অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

ফলাফলঃ

- ১৯৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সংক্রামক ও ধারালো বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কোন ডিসপোজাল পিট তৈরি করা হয়নি। ২০৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডিসপোজাল পিট তৈরি করা হলেও সাধারণ বর্জ্য দ্বারা পূর্ণ করা হচ্ছে ফলে সেগুলো ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এবং হাসপাতাল এলাকায় যত্রতত্র এ ধরনের বর্জ্য ফেলে রাখা হচ্ছে।

- ঢাকার হাসপাতালগুলোতে সৃষ্ট হাসপাতাল বর্জ্যের ৫০% এর কম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং বাকী অংশ অসংগৃহীত রয়ে যাচ্ছে যেগুলো অনায়াসেই অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহকৃত ডাষ্টবিন হতে নিয়মিতভাবে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে তা উপচে পড়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

- ঢাকার বাহিরে অন্যান্য শহরগুলোতে হাসপাতালগুলো কোন রকম পরিশোধন ছাড়াই হাসপাতাল বর্জ্য অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে একত্রিত করে পৌরসভার ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে। এ সব শহরে হাসপাতাল বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য আলাদা কোন ল্যান্ডিফিল না থাকায় সংক্রামক এবং ক্ষতিকর এ সকল বর্জ্য অন্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পৌরসভার ল্যান্ডফিলে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। অপরিশোধিত ক্ষতিকর বর্জ্য খোলা জায়গায় ফেলে রাখার ফলে এক শ্রেণির দরিদ্র লোক ও বস্তিবাসী আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সে সকল বর্জ্য সংগ্রহ করছে যা তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

- চিকিৎসা বর্জ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, এবং রিপোর্ট প্রদান ব্যবস্থার প্রচলন না থাকার কারণে হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতা গড়ে উঠেনি। ফলে অভ্যন্তরীণভাবে হাসপাতাল বর্জ্যের পৃথকীকরণ ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে তেমন মনোযোগী হয়নি।

অডিট সুপারিশঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করণীয়,

- বিধি অনুযায়ী ০৬ (ছয়) রকম রঙ এর বিন সরবরাহ করা;
- যে সকল উপজেলায় এখনও ডিসপোজাল পিট নির্মাণ করা হয়নি তা নির্মাণ করার ব্যবস্থা করা;
- তরল হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও চূড়ান্তকরণের জন্য কার্যকর দিক নির্দেশনা জারী করা;
- হাসপাতালসমূহের জন্য কর্মক্ষমতার নির্দেশক জারী করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার করণীয়,

- হাসপাতালগুলোতে কর্মরত জনবলের সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাসপাতাল বর্জ্যের উৎপত্তিস্থলে সকল বর্জ্যকে কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- হাসপাতালগুলোতে কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম অভ্যন্তরীণভাবে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা এবং জড়িত কর্মচারীগণ যারা হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ বিধি পরিপালনের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার ডাষ্টবিন হতে প্রত্যেহ এবং নির্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করা;
- জেলা শহরগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভা এবং হাসপাতালগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে জনবল নিযুক্ত করা;
- সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ যে সকল এনজিওকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করবে সে সকল প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় সরকার বিভাগ-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহের ল্যান্ডফিল সমস্যা সমাধানের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশের হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

০১. নিরীক্ষার পটভূমিঃ

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় একটি সমন্বিত কর্মপদ্ধতির মধ্যদিয়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর কর্মপরিসরকে বৃদ্ধি করা ও মান সম্পন্ন নিরীক্ষার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ***Strengthening Public Expenditure Management Programme (SPEMP-B)*** প্রকল্প এর মাধ্যমে নিরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ***SPEMP-B*** প্রকল্প এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এনভায়রনমেন্ট নিরীক্ষার বিষয়ে নিরীক্ষা বিভাগে কর্মরত নিরীক্ষকদের কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং উন্নত মানের এনভায়রনমেন্ট নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রণয়ন করা।

SPEMP-B প্রকল্প রাউন্ড-২ এর আওতায় পাইলট অডিট হিসাবে হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর এনভায়রনমেন্ট নিরীক্ষার বিষয় নির্ধারণ করা হয়। ***SPEMP-B*** প্রকল্প এর কৌশলগত সহায়তা এবং পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের নির্দেশনায় এবারই প্রথম হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর এনভায়রনমেন্ট নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

১.১ বাংলাদেশের হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক অবস্থা ঃ

বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী এনজিও/ প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, (Waste Concern/ JICA (2005), Waste Concern/ Swiss Contact (2005), Waste Concern/ADB (2008), Waste Concern (2008) ইত্যাদি বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য সৃষ্টির উৎস ও পরিমাণের ব্যাপারে গবেষণা পরিচালনা করেছে যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

শহর এলাকার সাধারণ বর্জ্য	২০০৫ সালে: ১৩,৩৩৩ টন/ প্রতি দিন ৪,৯০০,০০০ টন/ প্রতি দিন ৩,৬৫৩ টন/ প্রতি দিন ঢাকায়	২০২৫ সালে ৪৭,০০০ টন/ প্রতি দিন ১৭,২০০,০০০ টন/ প্রতি বছর
ক্ষতিকারক শিল্প বর্জ্য (নির্দিষ্ট ০৭ ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে নিসৃতঃ যেমন টেক্সটাইল, হাসপাতাল ক্লিনিকসমূহ, চামড়া শিল্প, কীটনাশক, সার কারখানা, তৈল শোধনাগার, কাগজ কল)	২০০৫ সালে ১১০ টন/ প্রতি বছর (পানি জাতীয় বর্জ্য)	২০১২ সালে: ২,৪৭২ টন/ প্রতি বছর (পানি জাতীয় বর্জ্য)
	১১৩,০০০ টন/ প্রতি বছর (কাদা জাতীয়)	২,৮১০,০০০ টন/ প্রতি বছর (কাদা জাতীয়)
	২৬,৯০০,০০০ টন/ প্রতি বছর (সাধারণ বর্জ্য)	৫৩,৯০০,০০০ টন/ প্রতি বছর (সাধারণ বর্জ্য)
কৃষি বর্জ্য	২০০৫ সালে ৬৫,০০০,০০০ টন/ প্রতি বছর	
তরল বর্জ্য (ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর)	এ সংক্রান্ত কোন তথ্য বা ডাটাবেইজ পাওয়া যায়নি।	

ক্ষতিকারক চিকিৎসা বর্জ্য: সকল সূত্র হতে (তরল, পুনঃব্যবহারযোগ্য ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ছাড়া)	২০০৭ সালে ১২,২৭১ টন/ প্রতি বছর	
ইলেকট্রোনিক বর্জ্য (পুরাতন এবং ব্যবহৃত ইলেকট্রোনিক সামগ্রী)	ইলেকট্রোনিক বর্জ্যের সংখ্যা দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬ সালে যেখানে মোবাইল ফোনের সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ, কম্পিউটার এর সংখ্যা ০৬ লক্ষ এবং টেলিভিশনের সংখ্যা ১৩ লক্ষ, ২০১৪ সালে এগুলোর পরিমাণ কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।	
Percapita বর্জ্য উৎপাদন	শহর: ৪১০,০০০ টন/ প্রতি বছর (২০০৫); ঢাকা সিটি: ৫৬০,০০০ টন/ প্রতি বছর (২০০৫); কৃষি: ১,৬৮০,০০০ টন/ প্রতি বছর (২০০৮ সালের পল্লী জনসংখ্যার ভিত্তিতে)	

১.২ বাংলাদেশের হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক অবস্থা ঃ

যে কোন ধরনের মেডিকেল চিকিৎসা রোগ চিহ্নিতকরণ, রোগ জীবানু অথবা যে কোন ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে কোন দ্রব্যই চিকিৎসা বর্জ্য হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন হাসপাতাল, মেডিকেল এবং ডেন্টাল ক্লিনিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক, পশু হাসপাতালসমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ল্যাবরেটরী ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা ক্ষতিকর বা অক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদিত হতে পারে। তবে অধিকাংশ চিকিৎসা বর্জ্যই হাসপাতালসমূহে সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা বর্জ্যের প্রকারভেদ ঃ

সাধারণ বর্জ্য	ঃ	কাগজ, প্যাকেট, রক্তবিহীন হাত মোজা, আইভি ব্যাগ, অন্যান্য পচনশীল কিংবা অপচনশীল বর্জ্য।
ক্ষতিকর বর্জ্য	ঃ	টিস্যু, অঙ্গ বা শরীরের বিভিন্ন অংশ ও তরল জীবানু, প্যাথলজিক্যাল নমুনা, সংক্রমনশীল দ্রব্য, ব্যবহৃত গজ, ব্যান্ডেজ, মোজা, ন্যাকড়া।
তরল বর্জ্য	ঃ	রোগীর মাধ্যমে উৎপাদিত বর্জ্য; রক্ত, দেহরস, সিরাম, রক্ত কণিকা, অন্যান্য তরল পদার্থ।
ধারালো বর্জ্য	ঃ	চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সূঁচ, সিরিঞ্জ, সকল প্রকার ব্লেড, ভাঙ্গা গ্লাস।
তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	ঃ	পরমাণু চিকিৎসা ও গবেষণায় সৃষ্ট বর্জ্য, গামা রশ্মির বিকিরণ।
পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য	ঃ	ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, প্লাষ্টিকব্যাগ, বোতল ও অন্যান্য প্লাষ্টিক সামগ্রী।

যুক্তরাষ্ট্রের Enviornmental Protection Agency'র মতে মোট চিকিৎসা বর্জ্যের প্রায় ১৫% হল ক্ষতিকর বর্জ্য। সংক্রামক চিকিৎসা বর্জ্য এমন এক ধরনের বর্জ্য যা মানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এগুলোর মধ্যে আছে গজ, অস্ত্রপাচারে ব্যবহৃত গ্লাভস, সরঞ্জামসমূহ, সূচ, জীবানুবহনকারী জিনিসপত্র ও কাপড়সমূহ। সংক্রামিত হাসপাতাল বর্জ্যকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার ফলে এগুলো বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে রেজিষ্টার্ড হাসপাতালের সংখ্যা ৩,৩৭৪টি এবং মোট বেড সংখ্যা হল ৯১,১০২ টি, ডায়াগোনষ্টিক সেন্টারের সংখ্যা ৪,৯২৭টি। এদের মধ্যে সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ৬০৬টি যার বেড সংখ্যা ৪৪,০৮২টি এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা ২,৭৬৮টি যার বেড সংখ্যা ৪৭,০২০টি।

কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করার পূর্বে, তাকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিষ্টারভূক্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় শর্তগুলো নিশ্চিত হলেই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। সময়ের স্বল্পতার কারণে নিরীক্ষা দল কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক অপারেটিং লাইসেন্স প্রাপ্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে অর্থাৎ যাচাই করা হয়েছে। **স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অপারেটিং লাইসেন্স ছাড়াই সারাদেশে অনেক হাসপাতাল চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।**

হাসপাতাল ও বেডের সংখ্যা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২) ঃ

বিভাগের নাম	সরকারি হাসপাতাল সংখ্যা	বেসরকারি হাসপাতাল সংখ্যা	সর্বমোট হাসপাতাল সংখ্যা	সরকারি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা	বেসরকারি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা	সর্বমোট হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা	ডায়াগনষ্টিক ও ক্লিনিকের সংখ্যা
ঢাকা	১৬৭	১,২২২	১,৩৮৯	১৬,৩৯০	২৬,১৫৩	৪২,৫৪৩	২,৩৩২
চট্টগ্রাম	১২৫	৪০১	৫২৬	৭,৪০৭	৬,২৮৩	১৩,৬৯০	১,১৫১
রাজশাহী	৮০	১৯৪	২৭৪	৫,২৮৪	২,৮৪০	৮,১২৪	৪৯৬
খুলনা	৭২	৫৭৮	৬৫০	৪,২৫৫	৬,২৬৯	১০,৫২৪	৪৫৩
রংপুর	৬৬	১৯৪	২৬০	৪,৪৪৩	২,৮৪০	৭,২৮৩	২৮২
সিলেট	৪৬	১০৫	১৫১	৩,০৩৪	১,৭৫১	৪,৭৮৫	২১৩
বরিশাল	৫০	৭৪	১২৪	৩,২৬৯	৮৮৪	৪,১৫৩	১৭৫
সর্বমোট	৬০৬	২,৭৬৮	৩,৩৭৪	৪৪,০৮২	৪৭,০২০	৯১,১০২	৪,৯২৭
	১৮%	৮২%	১০০%	৪৮%	৫২%	১০০%	

তথ্য সূত্রঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডাটা বেইজ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য মতে, ১.৫০ কেজি/ প্রতি জন/ প্রতি দিন হারে চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টি হয়। সে হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ৩,৩৭৪টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে (শয্যা সংখ্যা ৯১,১০২টি) ১৩৭ টন/ প্রতি দিন অর্থাৎ ৫০,০০০ টন/ প্রতি বছর চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে যার ১৫% ক্ষতি কারক বর্জ্য। অর্থাৎ ২০.৫ টন/ প্রতি দিন; ৭,৪৮২ টন/ প্রতি বছর ক্ষতিকারক বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে।

১.৩ মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর চিকিৎসা বর্জ্যের প্রভাবঃ

চিকিৎসা বর্জ্যের অব্যবস্থাপনার ফলে স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী, সাধারণ জনগণ, বর্জ্য সংগ্রহকারী, বর্জ্য পরিবহনকারী অর্থাৎ পেশাগত এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরি হয়। এটি বায়ু, পানি ও মাটির দূষণসহ সকল ধরনের জীবের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। অধিকন্তু যদি এ চিকিৎসা বর্জ্য ঠিকমত সংগৃহীত ও বিনষ্টকৃত করা না হয় তবে কিছু বর্জ্য যেমন সিরিঞ্জ ও অন্যান্য সামগ্রী যা সাধারণ মানুষ সংগ্রহ করে, পুনঃবিক্রি এবং পুনঃব্যবহৃত হতে পারে, যা মানবদেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

যদি এ বিপুল পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ বা বিনষ্টকরণ করা না হয় তবে তা পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ সকল বর্জ্য পানির সাথে মিশে ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিকে দূষিত করে। বর্জ্যের অতিরিক্ত অংশ পানির রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন করে দিতে পারে যা জীব বৈচিত্রের সার্বিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে। যে কোন মানুষ বা প্রাণি এ দূষিত পানি পান করে সহজেই যে কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

১.৪ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োগযোগ্য আইন, বিধি-বিধানসমূহ ঃ

বাংলাদেশে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধানসমূহ ঃ

- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা' ২০০৮
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' ১৯৯৫
- পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা' ১৯৯৭
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আইন
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন' ২০০৯
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স' ১৯৮৮

০২. হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ

হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো ঃ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ মহাপরিচালক-স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,;
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ মহাপরিচালক-পরিবেশ অধিদপ্তর,;
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ,;
- প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য এনজিওসমূহ;
- বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ;

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দু'টি অংশ (১) অভ্যন্তরীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; (২) বহির্বিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; প্রতিটি অংশে জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহকে নির্দিষ্ট কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা এবং দায়িত্বসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

২.১ অভ্যন্তরীণ হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Inhouse Hospital Waste Management) ঃ

হাসপাতালঃ

বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হাসাপাতালসমূহের ভূমিকাই প্রধান। এ ক্ষেত্রে তাদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

বর্জ্য চিহ্নিতকরণ ও পৃথকীকরণ ঃ- হাসপাতালে সৃষ্ট বর্জ্য প্রথমে ধরন অনুযায়ী চিহ্নিত করতে হবে এবং পরে এগুলোকে সঠিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন রঙ এর পাত্রে রাখতে হবে। যদি বর্জ্য বিভিন্ন ব্যাগে থাকে তবে এর মুখ ভালভাবে বেধে দিতে হবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে ছিদ্রবিহীন্ সীসার পাত্রে রাখতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন প্রদত্ত প্রচলিত নিয়ম কানুন মেনে করতে হবে। একে অস্থায়ীভাবে অথবা মূল সংগ্রহাগার এর জায়গায় অন্যান্য বর্জ্যের সাথে মিশতে দেয়া যাবে না। যেহেতু বর্তমানে তরল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংগ্রহ বা অপসারণের কোন ব্যবস্থাপনা নেই তাই তরল চিকিৎসা বর্জ্য অভ্যন্তরীণভাবে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অস্থায়ী সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ হাসপাতালগুলোর প্রতিটি তলায় অস্থায়ী সংগ্রহগার থাকতে হবে। তাতে বিভিন্ন রঙ এর বড় পাত্র থাকবে যাতে ভিন্ন ভিন্ন বর্জ্য সহজেই পৃথকীকরণ করা যায় এবং প্রত্যেক পাত্রের জন্য আলাদা ঢাকনা থাকতে হবে এবং ঢাকনাগুলো বন্ধ রাখতে হবে।

কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ প্রত্যেক হাসপাতালে বর্জ্যের জন্য একটি মূল সংগ্রহাগার কক্ষ থাকতে হবে। মূল সংগ্রহগার কক্ষটি সাধারণত নীচতলায় এবং এতে সহজে প্রবেশ, পরিস্কারকরণ ব্যবস্থা ও বর্জ্য পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতে হবে। এটি বন্যামুক্ত উঁচু জায়গায় হতে হবে। এতে প্রাণীদের প্রবেশ যাতে সহজে না হয় এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিদিন ট্রলির মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের স্থান হতে পাত্রগুলো মূল সংগ্রহগার এ স্থানান্তর করতে হবে।

নিরাপত্তার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ ঃ ক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তামূলক উপকরণসমূহ যেমন গাউন/ এপ্রোন, গ্লাভস, মাস্ক, হাত মোজা, গামবুট ও হেলমেট ইত্যাদি দরকার। এছাড়া দায়িত্ব পালনকালে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ, জীবানুমুক্ত তরল সাবান দ্বারা নিয়মিতভাবে হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থা থাকা, পরিধেয় কাপড় এবং যন্ত্রপাতিসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

সৃষ্ট চিকিৎসা বর্জ্যের ডাটা বেইজ রাখা ঃ প্রত্যেক হাসপাতালে কি পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টি হয় তার একটি হিসাব/ ডাটা বেইজ রাখতে হবে এবং এর পরিবহন ও এ সম্পর্কিত দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সকল তথ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদেরকে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে Health, Population and Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার মেয়াদকাল ২০১১ খ্রিঃ থেকে ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের একটি কার্যক্রম হলো হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। এর অধীনে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে যাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা) এর প্রতিনিধিগণ রয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দু'টি সরাসরি কার্যক্রম রয়েছে। প্রথমটি হলো Hospital Services Programme (HSP); যা **জেলা স্তরে ও তদূর্ধ্ব হাসপাতালের জন্য**; আর দ্বিতীয়টি হলো Essential Service Delivery (ESD) যা জেলা হাসপাতালের নীচের হাসপাতালগুলোর জন্য প্রযোজ্য। এ কার্যক্রমের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ রয়েছে ঃ

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারিগরী বিষয়াদির মান নির্দিষ্টকরণ;
- বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, ক্লিনিকসমূহ পরিচালনার জন্য সার্টিফিকেট প্রদান;
- বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিত করা যা চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়; যেমন বিভিন্ন রংয়ের পাত্র, প্লাস্টিক বালতি, ড্রাম, বেলচা, এপ্রোন/ গাউন ইত্যাদি;
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য পিট তৈরি করা যা চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের জন্য ব্যবহৃত হয়;
- অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হাসপাতালের কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা;
- সর্বক্ষেত্রে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা;
- চিকিৎসা বর্জ্য বিষয়ে স্থানীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদান করা।

এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং ১৩১০ তারিখ ২৫/০৭/২০০৭খ্রিঃ অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কমিটি যেমন জাতীয় পর্যায়ের কমিটি, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর হাসপাতালসমূহের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে নিশ্চিত করবে যেন হাসপাতালসমূহ তাদের কার্যক্রম সঠিক মানদন্ড, নিয়ম কানুন অনুযায়ী পরিচালনা করছে এবং তা পরিবেশের জন্য নিরাপদ।

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা'২০০৮ অনুযায়ী ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি Advisory Committee এবং অন্যান্য কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে যারা এ বিধিমালা বাস্তবায়ন করবে। এ কমিটির প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো হলো ঃ

Advisory Committee'র দায়িত্ব হলো চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা যথাযথভাবে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া;

Management Committee'র দায়িত্ব হলো আর্থিক বিষয়ে গৃহীত সকল ধরনের বিষয়ের অনুমোদন, সকল কৌশল নির্ধারণ, নির্দেশনা ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা;

Financial Sub Committee'র দায়িত্ব হলো হিসাব মূল্যায়ন, প্রকল্পের বাজেট পরীক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া;

Technical Committee-পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান, প্রয়োজনীয় উপদেশ, পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করবে;

Enforcement team-অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হাসপাতাল এবং বহির্বিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম তদারকি করবে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর চুক্তির লঙ্ঘন হলে সংশ্লিষ্টদের জরিমানাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.২ বহির্বিভাগীয় হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Outhouse Medical Waste Management);

বাংলাদেশের চিকিৎসা বর্জ্যের বহিঃবিভাগীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীভূক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ। তারা মূলতঃ চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও অপসারণের কাজ করে থাকে।

এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ নিম্নরুপ;

বর্জ্য সংগ্রহ ঃ হাসপাতালের অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত স্থান হতে প্রশিক্ষিত কর্মীর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন রঙ এর পাত্র, ডাষ্টবিন বা অন্যান্য স্থান থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করবে।

বর্জ্য পরিবহন ঃ বর্জ্য সংগ্রহ করার পরে তা সঠিকভাবে অপসারনের জন্য নির্ধারিত স্থানে নিতে হয়। পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনকে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এ বর্জ্য সংগ্রহ নিয়মিতভাবে এবং নির্দিষ্ট পথে করতে হবে। পাত্রগুলো উঠানো বা নামানোর জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকটি জিনিস প্রতিদিনই পরিস্কার করতে হবে।

বর্জ্যের অপসারণ ঃ

অটোক্লেভিং ঃ সংক্রমণশীল বর্জ্যগুলোকে উচ্চ তাপমাত্রায় অসংক্রমনশীল করে সেগুলো পিটে প্রথিত করতে হবে।

ভষ্মীভূত/ইনসিনারেশন ঃ সংক্রমণশীল চিকিৎসা বর্জ্য যেমন তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ, নমুনা, কালচার এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়াতে হবে এবং অবশিষ্টাংশ পিট এ ফেলতে হবে।

রাসায়নিকভাবে অসংক্রমণশীলকরণ ঃ পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য যেমন প্লাস্টিক, গ্লাভস, বিভিন্ন ধাতুকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে ক্লোরিন মিশ্রিত পানির মাধ্যমে অসংক্রমণশীল করতে হবে। প্লাস্টিক সামগ্রীগুলোকে মেশিনের মাধ্যমে চূর্ণ করতে হবে।

ডিপ বিউরিয়্যাল : ধারালো বর্জ্য চারিদিক দিয়ে আটকানো কংক্রিটের ট্যাংকের মধ্যে ফেলতে হবে; সেই সাথে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে। ব্যবচ্ছেদ করা শরীরের অংশ এবং অন্যান্য অনুমোদিত বর্জ্যকে একই প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করতে হবে। যখন কোন পিট বা ট্যাংক পরিপূর্ণ হয় তখন তা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরে ডিসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখাশুনার দায়িত্বে রয়েছেনঃ

- ক্ষতিকর দূষণ থেকে শহরের পরিবেশকে রক্ষা করা;
- এ সংক্রান্ত বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া;
- বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক হতে সৃষ্ট ও সংগৃহীত চিকিৎসা বর্জ্যের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করা;
- প্রিজম এর কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা;
- বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি এনজিও প্রিজমকে নিয়োগ দিয়েছে। প্রিজম একটি অলাভজনক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যা ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৩ সালের পূর্বে চিকিৎসা বর্জ্য বিষয়ে কোন পরিস্কার ধারণা ছিল না এবং এ বিষয়টি তেমন আলোচনায়ও ছিল না। প্রিজমই প্রথম এ বিষয়ে ধারণা সৃষ্টি এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও পরিশোধনের উদ্যোগ নেয়। এছাড়া হাসপাতাল কর্মচারীদের জন্য তারা অভ্যন্তরীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে তাদের গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট করছে।

০৩. নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলীঃ

৩.১ নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য (Overall Audit Objectives)ঃ

নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল তিনটি বিষয়ের মূল্যায়ন করা, যেমনঃ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহের যথার্থতা, এর বাস্তবায়ন এবং সাম্প্রতিক সময়ে হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও বিনষ্টকরণের গৃহীত ব্যবস্থা সমূহের কার্যকারিতা যাচাই করা।

৩.২ নিরীক্ষার পরিধি (Audit Scope)ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্ত ধারণা ও সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক নিরীক্ষা দল নিম্নোক্ত ইস্যুর উপর বিস্তারিত নিরীক্ষা পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ঃ

- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ পর্যালোচনা;
- হাসপাতাল বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন;
- হাসপাতালসমূহের বর্জ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা;

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা অনেক। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে রেজিষ্টার্ড হাসপাতালের সংখ্যা ৩,৩৭৪টি এবং মোট বেড সংখ্যা হল ৯১,১০২ টি, ডায়াগোনষ্টিক সেন্টারের সংখ্যা ৪,৯২৭টি। এদের মধ্যে সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ৬০৬টি যার বেড সংখ্যা ৪৪,০৮২টি এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা ২,৭৬৮টি যার বেড সংখ্যা ৪৭,০২০টি। দেশের সমস্ত হাসপাতালসমূহে কি পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদন, সংগ্রহ কিংবা চূড়ান্ত পরিশোধন করা হচ্ছে তা নিরীক্ষা করার নিমিত্ত প্রত্যেকটি হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব ছিল না বিধায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ দেশের কয়েকটি বিভাগ ও এর আওতাধীন জেলা, উপজেলায় নমূনায়নের ভিত্তিতে এ নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা হয়।

এছাড়া বাস্তব অবস্থা এবং সময়ের বিবেচনায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ-স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়সহ দেশের ৫টি বিভাগের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট) মধ্যে নিরীক্ষা কার্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়। প্রত্যেক বিভাগের আওতাধীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ, পরিচালক-বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক-বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ, জেলা ও উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহে এ নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং অবস্থান নির্ধারণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ঃ

- বাংলাদেশের ০৭ টি বিভাগীয় শহরের মধ্যে ০৫ টি বিভাগীয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট) শহরে অবস্থিত ০১ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ঢাকা বিভাগে বিশেষায়িতসহ কয়েকটি);
- ০৫ টি বিভাগীয় শহরের পরিচালক-বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক-বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন অফিস, ০১ টি বেসরকারি ও ০১ বড় সরকারি হাসপাতাল;
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের ০১ টি জেলার পৌরসভা অফিস, সদর হাসপাতাল, ০১টি বেসরকারি হাসপাতাল, ০১টি উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্স যেখানে ডিসপোজাল পিট তৈরি করা হয়েছে অথবা যেখানে করা হয়নি;

নিরীক্ষা দল নিরীক্ষাকালীন সময়ে মোট ৫০টি প্রতিষ্ঠানে গমণ করে (**বিস্তারিত পরিশিষ্ট -৩**)

৩.৩ নিরীক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণায়ক (Audit Objective of Criteria) [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১।]

৩.৪ নিরীক্ষা পদ্ধতি (Audit Approach) ঃ

তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ, প্রিজম, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিরীক্ষা কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও Govt. Auditing Standards বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের পারফরমেন্স অডিট ম্যানুয়েল এবং International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs 300, 3000, and 3100) অনুসরণ করে এ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.৫ নিরীক্ষার জনবলঃ

নিরীক্ষা দলঃ

- জনাব মোহাঃ নুরুল আবসার, উপ পরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর
- জনাব কামরুজ্জামান, সহকারী পরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর
- জনাব আয়েশা সিদ্দীকা, সহকারী পরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর
- জনাব মোঃ আজফার হোসেন, এএন্ডএও, সিএজি কার্যালয়
- জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, এএন্ডএও, সিএজি কার্যালয়

পরামর্শকঃ

- জনাব রাজেশ দয়াল, আন্তর্জাতিক পরিবেশ (পারফরমেন্স) অডিট বিশেষজ্ঞ
- জনাব নুরুননবী খান, জাতীয় পরামর্শক, Spemp-B- Project.

৩.৬ নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) সংক্রান্ত ঃ

আলোচ্য নিরীক্ষা কাজ ফেব্রুয়ারি/২০১৪ হতে নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন হয়। সংশ্লিষ্ট এআইআর ২৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর ইস্যু করা হয়। ২৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং ০১/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ডি'ও লেটার ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৫/২০১৫, ০৭/০৬/২০১৫, ০৮/০৬/২০১৫, ১১/০৬/২০১৫, ১৬/০৬/২০১৫ এবং ২০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে যথাক্রমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। তাদের সর্বশেষ জবাব সমূহ সন্নিবেশিত করেই পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

০৪. নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ও সুপারিশমালা ঃ

ইস্যু-১ঃ চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধি-২০০৮ পর্যালোচনা;

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ১.১: চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে হালনাগাদ না করায় অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই আবার এ সংক্রান্ত আইনের সঠিক অনুশীলনও হচ্ছে না।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সময়, পরিবেশ এবং অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বিধিতে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি এবং সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়াদি এ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতে বর্তমান সময়ের বিবেচনায় সঠিক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ভবিষ্যতের বর্জ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অথবা স্থানীয় সরকার বিভাগের কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষন পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ-বলা যায়, হাসপাতাল বর্জ্যকে ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর এ দু'শ্রেণীতে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিধিতে পরিষ্কার কোন নির্দেশনা নেই।

এ বিধিতে তরল চিকিৎসা বর্জ্যকে একটি আলাদা ক্যাটাগরিতে স্বীকৃতি দেয়া হলেও এ বিষয়ে কোন নীতি, মানদন্ড, বিধি-বিধান নেই যার মাধ্যমে ক্ষতিকর এবং অক্ষতিকর তরল বর্জ্যকে পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পরিবহন বা পরিশোধন করা যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সময়, পরিবেশ এবং অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে সুষ্ঠু তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়াদি এ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ এ তরল বর্জ্যকে কেবল ক্যাটাগরী ১০এ রাখা হয়েছে। তরল বর্জ্য অপসারণের জন্য (সংক্রমনশীল ও অসংক্রমনশীল) ১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবনের মাধ্যমে এবং অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আলাদাভাবে চিহ্নিত করে এর পরিশোধন এবং অপসারনের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি। ফলে এটি বিভিন্ন ধরনের তরল বর্জ্যকে একত্রিতভাবে কিংবা অন্যান্য বর্জ্যের সাথে মিশিয়ে পরিশোধন ও অপসারনের সুযোগ করে দেয়।

এ বিধিমালায় তরল বর্জ্যকে পানির সাথে মিশিয়ে একে কিছুটা হালকা করার কথা বলা হয়েছে এবং পরে ড্রেন বা কমোডে ফ্লাশ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই তরল বর্জ্য ড্রেন বা কমোডে ফ্লাশ করে দেয়া হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ব্যাপারে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা:-২০০৮ হালনাগাদকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানা যায় যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ করা হয়েছে।

অডিট মন্তব্য ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে, তাই চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ দ্রুত হালনাগাদ করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ১.২: চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ এ স্থানীয় সরকারসমূহকে (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ) বহির্বিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবশ্য পালনীয় কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

বর্তমান প্রচলিত চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ এ বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারগুলোর (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার) ভূমিকা নির্দিষ্ট করা নেই।

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর সংগ্রহ, পরিবহন বা অপসারণের জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার দায়িত্ব জানতে হলে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভূমিকার কথা বলতে গেলে "স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন এ্যাক্ট-২০০৯" দেখতে হবে যা ১৫ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিঃ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই আইনে সাধারণ বর্জ্য এবং চিকিৎসা বর্জ্যকে পৃথকভাবে দেখানো হয়নি। এছাড়া স্থানীয় সরকারগুলো কিভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করবে এ বিষয়ে তার কোন নির্দেশনা নেই ।

বিধিতে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়, এতে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা এনজিওদের (যারা চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন কিংবা চূড়ান্ত পরিশোধন করবে) জন্য করণীয়/ নির্দেশনা রয়েছে। এ বিধিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অভাব রয়েছে, যেমন বিধিতে এ কথা উল্লেখ নেই যে, কোন সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভায় যদি কোন এনজিও না থাকে তবে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এককভাবে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা) দায়ী এবং তারা তাদের নিজ দায়িত্বে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করবে। এছাড়া কোন এনজিওকে এ কাজের সাবকন্ট্রাক্ট দিলেও স্থানীয় সরকারগুলো তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না।

ঢাকা শহরের বিদ্যমান অবস্থাই এর প্রকৃত চিত্র বহন করে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন চুক্তির মাধ্যমে প্রিজমকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহনের জন্য মাত্র ৫০% এর কম রেজিষ্টার্ড হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ প্রিজমের সাথে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো চুক্তির বাহিরে রয়েছে। ঢাকা শহরের বাইরে বিশেষ করে ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩১৯টি পৌরসভাতে কোন এনজিও চুক্তিবদ্ধ নয়। এ ছাড়া যে সকল সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভায় কোন এনজিও বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকবে না সেখানে কিভাবে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন কিংবা চূড়ান্ত পরিশোধন করা হবে বিধিতে তার কোন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। এর দূর্ভাগ্যজনক ফলাফল হল, যে সকল সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভায় কোন এনজিও বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, সে সকল স্থানে হাসপাতাল বর্জ্য সঠিকভাবে সংগৃহীত হচ্ছে না কিংবা বলতে গেলে সংগ্রহের কোন নিয়ম নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে না।

চিত্র ঃ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
এপ্রিল, ২০১৪

চিত্র ঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশন ল্যান্ডফিল
মে, ২০১৪

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তাদের জবাবে উল্লেখ করেন যে, প্রিজম বাংলাদেশ কর্তৃক মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা করে থাকে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় জবাবে সিটি কর্পোরেশনসমূহের গৃহীত ব্যবস্থা সন্তোষজনক উল্লেখ করে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে।

অডিট মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ এ বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার গুলোর (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার) ভূমিকা নির্দিষ্ট না করার ব্যাপারে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এমনকি তাদের আইনেও এ সংক্রান্ত কোন Provision আছে কিনা তা স্পষ্ট করা হয়নি। যে সকল (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ কোন এনজিও নেই সে সব স্থানে বর্হিবিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কে দায়িত্বপ্রাপ্ত সে ব্যাপারে কোন বক্তব্য প্রদান করা হয়নি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহনের জন্য ৫০% এর কম রেজিষ্টার্ড হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ প্রিজমের সাথে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে। অবশিষ্টগুলোর (বাকি ৫০%) ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। অতএব, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনিয়মের কারণসমূহঃ

- এ বিধিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি, পরিবেশ ও সময় অনুযায়ী পরিবর্তন আনা হয়নি এবং এতে বর্তমান সময়ের বিবেচনায় সঠিক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি;
- হাসপাতাল বর্জ্যের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকারগুলো পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন গবেষণাধর্মী চাহিদা পত্র তৈরি করতে পারেনি;
- এ বিধি তরল বর্জ্যকে একটি আলাদা ক্যাটাগরিতে ফেললেও বর্তমান পরিস্থিতিতে এর পৃথকীকরণ, সংগ্রহ বা পরিশোধনের জন্য কোন কার্যকর ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়নি;
- বর্তমানে প্রচলিত বিধি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারগুলোর (সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার ক্ষেত্রে) দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিতে পারেনি।

ফলাফলঃ

- ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর শক্ত ও তরল বর্জ্য একত্রে মিশছে এবং সব ধরনের বর্জ্যকে দূষিত করে তুলছে;
- সঠিকভাবে সংগ্রহীত ও অপরিশোধিত তরল বর্জ্যকে ড্রেনে ফেলে দেয়ার কারণে এটি ভূগর্ভস্থ পানি, বিভিন্ন জলাধার, নদী-নালা ইত্যাদি দূষণ করছে;
- এটি ভূমি দূষণ, বায়ু দূষণ, বিশ্রী দুর্গন্ধ বা ধোঁয়া তৈরি করছে;
- উপযুক্ত চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ব্যাধি ছড়াচ্ছে (যেমন উদরাময়, চর্ম রোগ, যক্ষা, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, এইডস, সার্স, ভাইরাসজনিত রক্তবাহিত রোগ ইত্যাদি)।
- সংক্রামিত ধারালো সুঁচ বা এ জাতীয় দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে;
- যথাযথ হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে জন সমাগমস্থলে অশোভনীয় দৃশ্যের অবতারনা করছে।

অডিট সুপারিশঃ

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন,

- ক্ষতিকর এবং অক্ষতিকর অথবা সংক্রামক ও অসংক্রামক বর্জ্য যথাযথভাবে পৃথকীকরণের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা থাকতে হবে;
- তরল চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ,পরিবহন এবং চূড়ান্ত পরিশোধনের বিষয়টি বিধিতে সুনির্দিষ্টিভাবে উল্লেখ করতে হবে;
- বহির্বিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার) দায়িত্ব সুনির্দিষ্টিভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ইস্যু ২ঃ চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন;

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.১ ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কমিটিসহ অন্যান্য কমিটিগুলো গঠনে ব্যর্থ হয়েছেন।

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ এর ধারা-৩ মোতাবেক এ বিধিমালা বাস্তবায়নের জন্য ০৩ (তিন) সদস্যের একটি Advisory committee থাকবে। বিভাগীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক হবেন এর সভাপতি। Management Committee বিভিন্ন কৌশল এবং নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। Technical Committee'র কাজ হলো প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করা। Enforcement Committee'র কাজ অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হাসপাতালসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা।

বাস্তবতা হলো, পরিবেশ অধিদপ্তর এ সকল কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও এ বিষয়ে কোন অগ্রাধিকার বা এ কমিটিগুলো গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট মন্তব্য ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক এডভাইজরি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ কমিটির কাজের বিষয়ে যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.২ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ২৫.০৭.২০০৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক অনুযায়ী জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে কমিটিগুলো গঠিত হওয়ার কথা। সে অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রথম সভা নভেম্বর' ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্ত উক্ত সভার পর আর কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কোন ক্ষেত্রেই জাতীয় কমিটি কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর নেতৃত্বে বিভাগীয় পর্যায়ের কমিটি গঠিত হওয়ার কথা। কিন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। অনুরূপভাবে বর্ণিত সরকারি আদেশ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়েও কোন কমিটি গঠন করা হয়নি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে স্মারকে মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ, চূড়ান্ত অপসারণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিমিত্তে জাতীয় পর্যায়ে, সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের জন্য ৪টি কমিটি গঠন করা হলো মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র কমিটি গঠন করা হয়নি বললে ভুল হবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৫.০৭.২০০৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক এর ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞাত নয় মর্মে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কোথাও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের জবাবে জানান কমিটিসমূহকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সিভিল সার্জন/বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) গণ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা সে বিষয়ে মনিটরিং পূর্বক মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অডিট মন্তব্য ঃ বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠনের কিছু নমুনা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল স্থানে এখনও কমিটি গঠন করা হয়নি সে সকল স্থানে কমিটি গঠন করা ও সার্বিক মনিটরিং জোরদার করণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৩ ঃ জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা অথবা জেলা পর্যায়ে সরকারীভাবে ব্যাপকহারে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি ।

হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পরামর্শক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কমিটিগুলো পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে উক্ত কমিটিগুলো গঠন করা হয়নি। অনুরূপভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিল জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন জেলা, এবং উপজেলা পর্যায়ের সমন্বয়কারী কমিটিগুলো গঠনের। কিন্ত উক্ত কমিটিগুলোও মহা পরিচালক-স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠন করা হয়নি। আদেশ দানকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং কর্মকান্ডের মুল ভূমিকা পালনকারী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কিন্ত এসব ক্ষেত্রে আন্তমন্ত্রণালয়ের কোন সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়নি এবং তারা এ সংক্রান্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে কোন রকম আদান প্রদান ছাড়াই এককভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর যথাযথ বিধি বিধান মেনে পরিবেশের যেন ক্ষতি না হয় এমন বিষয় নিশ্চিত হয়ে হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করবে, কিন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অথবা অন্যান্যদের সাথে কোন আলোচনা/ সমন্বয় না করেই হাসপাতাল/ ক্লিনিকসমূহকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর-বিভাগীয় অফিসসমূহ হতে যে সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ছাড়পত্র সনদ প্রদান করা হয়, ম্যানুয়ালী সেগুলোর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সারা দেশে কি পরিমাণ হাসপাতাল ও ক্লিনিক বৈধভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে সে সংক্রান্ত ডাটা বেইজ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট নেই।

হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্সে ডিসপোজাল পিট তৈরির ক্ষেত্রে কারিগরী মান নির্ধারণ, রসদ সরবরাহ, পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। এ সকল তথ্যের বিষয়ে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে মত বিনিময় করার কোন নজির পাওয়া যায়নি।

হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ তাদের সৃষ্ট বর্জ্য শ্রেণিগতভাবে কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত রঙিন পাত্রে সংরক্ষণ করবে। এ ছাড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংগ্রহ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে আনবিক শক্তি কমিশনের বিধি অনুসরণ করতে হবে। সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের প্রতি দিনের সংরক্ষিত প্রাথমিক বর্জ্য ঐ দিনে কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারে নিতে হবে এবং তাদের সৃষ্ট বর্জ্যের পরিমাণ শ্রেণিগত ভাবে ডাটা বেইজে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কিন্ত নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এ সকল কার্যক্রমসহ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাগুলোর দায়িত্ব হল সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন করে চূড়ান্ত পরিশোধন স্থলে নেয়া। সে সাথে সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমাপ এবং পুনঃচক্রায়ণকৃত মালামালের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করা এবং কোন চুক্তিবদ্ধ এনজিও নিযুক্ত থাকলে তার কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। কিন্ত সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাগুলোর কেউই তাদের এ দায়িত্ব পালন করছে না এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত মতামত বিনিময়ও করা হয় না। ঢাকায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং প্রিজম এর মধ্যে চুক্তি মোতাবেক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা প্রতিপালন করা হচ্ছে না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানান কমিটিসমূহকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সিভিল সার্জন/বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) গণ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা সে বিষয়ে মনিটরিং পূর্বক মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অডিট মন্তব্য ঃ এ ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। কাজেই সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর বিভাগের সাথে সমন্বয় জোরদার করনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।

অনিয়মের কারণঃ

- সরকারি আদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কার্যকর ভূমিকার অভাব;
- যথাযথ হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে কি করণীয় তা নির্ধারণে জাতীয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন না করা;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিত করতে জাতীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন না করা;
- সকল কার্যাবলী বাস্তবায়ন বা সমন্বয়ের জন্য এককভাবে কোন কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান না করা;
- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তথ্য আদান প্রদান অথবা আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণ কোন কাঠামো বা কর্মপন্থা না থাকা।

ফলাফলঃ

- ফলশ্রুতিতে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) ও তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এনজিও এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের কোন পদ্ধতি বা কাঠামো গড়ে উঠেনি। অনুরূপভাবে জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পৌরসভা অথবা সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার কোন কাঠামো গড়ে উঠেনি। সমন্বয় কার্যক্রম কিংবা কোন কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে কোন পর্যায়ে কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে কোন নির্দেশনা না পাওয়ায় কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতা অনুভব করেনি।
- এর ফলে বিভাগীয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার জন্য বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার জন্য সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে কোন সমন্বয় পাওয়া যায়নি।
- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি বাস্তবায়ন বা সমন্বয়ের জন্য এককভাবে কোন কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান না করায় সমন্বিত উদ্যোগ এর অভাব লক্ষ্যনীয় ।
- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ এর কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।
- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কোন উন্নয়ন এবং মূল্যায়ন এর কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি।

অডিট সুপারিশঃ

- বিধি অনুসারে দ্রুত জাতীয় এবং অন্যান্য পর্যায়ে কমিঠিগুলি গঠনে পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে;
- দ্রুত জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটিগুলো গঠনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৪ ঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) ছাড়াই বিপুল সংখ্যক হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ প্রদান করে। পরিবেশ অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত ছাড়পত্র সনদ প্রদানসহ ও বৈধ লাইসেন্স প্রাপ্তদের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করবে। কিন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর খুব অল্প সংখ্যক হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহকে ছাড়পত্র প্রদান করেছে এবং ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করছে। তবে কি পরিমাণ হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছে, কি পরিমাণ হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, আবেদন প্রত্যাখানের কারণ, কি পরিমাণ ছাড়পত্রের সনদ নবায়ন করা হয়েছে তার কোন ডাটা বেইজ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়নি। এ ধরনের ডাটা বেইজ সংরক্ষণের কোন নির্দেশনাও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে দেয়া হয়নি।

তাত্ত্বিকভাবে, পরিবেশ অধিদপ্তর যে সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ নির্দেশিত শর্তাবলী পালন করবে, শুধুমাত্র ঐ সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের ছাড়পত্র সনদ নবায়ন করার কথা। কিন্ত বাস্তবে দেখা গেছে নির্দেশিত শর্তাবলী পালন ছাড়াই পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র সনদ নবায়ন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ সনদ নবায়ন ছাড়াই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ প্রথমবার তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ গ্রহণের জন্য আসলেও পরবর্তীতে তা নবায়ন করার জন্য আসে না। সে ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের যথাযথ ভূমিকা পালনে তৎপরতার অভাব দেখা গেছে।

হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের একটি বড় অংশ পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ ছাড়াই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনিয়মিতভাবে পরিচালিত এ সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের কোন তালিকা বা ডাটা বেইজ পরিবেশ অধিদপ্তর এর নিকট নেই। পরিবেশ অধিদপ্তর এ ব্যাপারে অবগত নয় যে, কি পরিমাণ হাসপাতাল ও ক্লিনিক বৈধ লাইসেন্স ছাড়া তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শুধু হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন **চট্টগ্রামে ইনোভেশন, বগুড়ায় স্বপ্ন, খুলনায় প্রদীপন** পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ ছাড়াই সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের মধ্যে কোনটি বৈধ বা অবৈধভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, এমন বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক কোন ক্ষেত্রে সামান্য বা একেবারেই পর্যবেক্ষণ করা হয় না। যে সকল হাসপাতাল অবৈধভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর খুব কমই তাদের অভিযান পরিচালনা করে। পরিবেশ অধিদপ্তর যেহেতু হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে না সেহেতু এ সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে না। বিধি অনুযায়ী আইন ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর জরিমানা আরোপ করতে পারে। কিন্ত বাস্তবে তা যৎসামান্য প্রয়োগ করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বিগত চার বছরে পরিদর্শনকারী মোট ৩৬টি হাসপাতালের মধ্যে ৩১টি হাসপাতালে জরিমানা আরোপ এবং ২৩টি হাসপাতালে সতর্কীকরণ নোটিশ জারী করা হয়েছে (**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৪ (১), ৪ (২)**।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসকে আর্থিক জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে ঢাকা অফিসের (প্রধান কার্যালয়) মাধ্যমে জরিমানা আরোপ করার কারণে সময় বিলম্বিত হয়। এ ছাড়া প্রায় সকল অফিসে প্রয়োজনীয় জনবল এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা অফিসের এনফোর্সমেন্ট শাখায় মাত্র একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত আছে। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতার কারণে নিয়মিত পরিদর্শন অভিযান পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে। উপরন্ত দেখা যায়, পরিবেশ অধিদপ্তর হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের পরিদর্শন অভিযান এর চেয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিদর্শন অভিযান পরিচালনায় বেশী ভূমিকা পালন করেছে।

অনিয়মের কারণঃ

এ ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ব্যর্থতা হলো,

- যে সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বৈধ ছাড়পত্র সনদ আছে তাদের বিস্তারিত ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করা কিন্ত বাস্তবে তা করা হয়নি;
- বৈধ বা অবৈধভাবে পরিচালিত সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন করা কিন্তু তা করা হচ্ছে না;
- আইন ভঙ্গকারী সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের উপর জরিমানা আরোপ করা।

ফলাফলঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অতি দুর্বল অথবা কোন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা না থাকার ফলে অবৈধভাবে পরিচালিত হাসপাতাল ও ক্লিনিকসূহের উপর কোন শাস্তি আরোপ করা হচ্ছে না। ফলে অবৈধভাবে পরিচালিত হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছে;
- বাংলাদেশের পরিবেশ আইন এবং চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ছাড়পত্র বিহীন চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানকে ছাড়পত্রের আওতায় আনা হচ্ছে এবং নবায়নের আবেদন দ্রুত নিস্পত্তি করা হচ্ছে।

অডিট মন্তব্য ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় তাদের জবাবে ডাটা বেইজ তৈরীর ব্যাপারে কোন মন্তব্য প্রদান করেনি বৈধ লাইসেন্স ছাড়া বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কিভাবে সম্ভব হচ্ছে, এ ব্যাপারেও কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি; নিরীক্ষা পরবর্তীতে এ পর্যন্ত এরকম কয়টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স এর আওতায় আনা হয়েছে তার সংখ্যা ও তাদের বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থার তথ্যসহ নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিট সুপারিশঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;

- বৈধ সনদসহ অথবা সনদ ছাড়া পরিচালিত সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বিস্তারিত ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করতে হবে;
- বৈধ সনদসহ অথবা ছাড়া পরিচালিত সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে;
- আইন ও বিধি লংঘনকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের উপর জরিমানা আরোপ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৫ ঃ সারা দেশে কি পরিমাণ হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি, সংগ্রহ ও চূড়ান্তভাবে পরিশোধন করা হচ্ছে তার কোন ডাটা বেইজ নেই।

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধি-২০০৮ অনুসারে হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে কি পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে তারা তার তথ্য সংরক্ষণ করবে। কিন্ত হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ হতে বর্ণিত তথ্য সংগ্রহ করে সৃষ্ট বর্জ্যের হালনাগাদ ডাটা বেইজ কেন্দ্রীয়ভাবে কে সংরক্ষণ করবে তা বিধিতে স্পষ্ট করা হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশের কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিক কেউই এ ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করছে না, ফলে এতদ্সংক্রান্ত কোন কেন্দ্রীয় তথ্যাদি ও ডাটা বেইজ নেই।

অন্যদিকে হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ হতে সংগৃহীত হাসপাতাল বর্জ্য এবং বহির্বিভাগীয় পুনঃচক্রায়নকৃত মালামালের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার। কিন্তু তারাও তা করে না। এমনকি তাদের নিকট চুক্তিবদ্ধ এনজিও দ্বারা কি পরিমাণ হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং চূড়ান্ত পরিশোধন করা হয় তার কোন ডাটা বেইজ নেই।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্রিজম বংলাদেশ ফাউন্ডেশন ঢাকায় তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হাসপাতাল ও ক্লিনিক হতে সংগৃহীত চিকিৎসা বর্জ্যের ডাটা সংরক্ষণ করে। কিন্ত নিরীক্ষাকালে প্রিজম কর্তৃক উক্ত কাজে ব্যবহৃত ওজন যন্ত্রটি বাস্তবে সঠিক পাওয়া যায়নি। ফলে প্রিজম বংলাদেশের তথ্যাদি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা যায় না। প্রিজম এর ডাটা বেইজে এমন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এটা জানা যায় তারা কেবল ঐ সকল বর্জ্যের তথ্য সংরক্ষণ করে যা তারা বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক হতে সংগ্রহ করে। নিরীক্ষার সময় প্রিজম বংলাদেশ চুক্তিবদ্ধ হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ হতে সংগৃহীত চিকিৎসা বর্জ্যের ডাটা বেইজ দেখায় কিন্ত কি পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য হাসপাতালগুলোতে সৃষ্টি হয় তার কোন ডাটা বেইজ দেখাতে পারেনি। প্রশ্ন করা হলে কারণ হিসাবে প্রিজম জানায় তাদের মাধ্যমে প্লাষ্টিক ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য মালামাল সংগ্রহের পুর্বেই হাসপাতাল ও ক্লিনিক হতে একটি বড় অংশ বাইরে বিক্রি করে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে প্রিজম আরো জানায় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তারা কোন প্লাষ্টিক বর্জ্য পায় না। তাছাড়া প্রিজম ঢাকা শহরের মোট হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহের মধ্যে মাত্র ৫০% হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারে।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে প্রতিদিন, মাসিক কিংবা সারা বছরে কি পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টি হয় তার কোন ডাটা বেইজ নেই। শুধুমাত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৫০%এর মত হাসপাতাল ও ক্লিনিক হতে সংগৃহীত চিকিৎসা বর্জ্যের ডাটা বেইজ আছে, সেটাও প্রশ্নবিদ্ধ।

অনিয়মের কারণঃ

হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে কি পরিমাণ বর্জ্য সৃষ্টি হয় এ তথ্য তারা সংরক্ষণ করে না।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যর্থতা হলো হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ না করা এবং এ কাজে যারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
- হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ হতে সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমাপ এবং পুনঃচক্রায়নকৃত মালামালের ডাটা বেইজ সংরক্ষণে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার ব্যর্থতা;
- স্থানীয় সরকার বিভাগ-স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা হলো সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ না করা এবং এ কাজে যারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
- হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ হতে সৃষ্ট বর্জ্যের কেন্দ্রীয় ও হালনাগাদ ডাটা বেইজ কে এবং কিভাবে সংরক্ষণ করবে বিধিতে তার কোন উল্লেখ না থাকা।

ফলাফলঃ

- বাংলাদেশে প্রতিদিন, মাসিক কিংবা সারা বছরে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য সৃস্টি হচ্ছে তার কোন ডাটা বেইজ নেই;
- শুধুমাত্র ঢাকা শহরের ৫০% হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ হতে সংগৃহীত চিকিৎসা বর্জ্যের ডাটা বেইজ আছে সেটাও প্রশ্নবিদ্ধ;
- হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ হতে সৃষ্ট বর্জ্যের পরিমাণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ভবিষ্যত কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানান বর্জ্য তৈরীর পরিমাণ, সংগ্রহের পরিমাণ ও চূড়ান্তভাবে পরিশোধনের ডাটা বেইজ সংরক্ষণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে (ডাটা বেইজের কপিসহ) জানানোর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট মন্তব্য ঃ জবাবের আলোকে ডাটাবেইজ তৈরী ও সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিট সুপারিশঃ

- হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট চিকিৎসা বর্জ্যের ডাটা বেইজ সংরক্ষণের উপর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কঠোর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন;
- সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ হতে সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমাপ এবং পুনঃচক্রায়নকৃত মালামালের ডাটা বেইজ সংরক্ষণের ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগ-স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কঠোর নজরদারী প্রয়োজন।
- হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ হতে সৃষ্ট বর্জ্যের কেন্দ্রীয় ও হালনাগাদ ডাটা বেইজ কে এবং কিভাবে সংরক্ষণ করবে বিধিতে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৬ হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মী বা জনবল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করছে।

হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত হাসপাতাল কর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। এ কাজে জড়িত সকল কর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য গাউন/ এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্টদের নির্দিষ্ট সময়ান্তে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিয়মিত রোগ প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ, এন্টিসেপটিক তরল সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং পোশাক পরিচ্ছদ ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের মধ্যে ডাক্তার, নার্স, ক্লিনার্স, ওয়ার্ডবয় এবং আয়া সকলেই উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিন্ত নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কোন কর্মীকেই বর্ণিত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। যা অবশ্যই পালনীয় এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির লংঘন ।

সাধারণত, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিরাপত্তামুলক দ্রব্যাদি যেমন, গাউন/ এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়নি, আবার অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হলেও সেগুলোর ঠিকমত ব্যবহার হচ্ছে না। ব্যবহৃত ও সংক্রামিত নিডল্‌স, সিরিঞ্জ ও স্যালাইন ব্যাগ পুনঃব্যবহার রোধে পুনঃচক্রায়ন বা ধ্বংস করার কথা। কিন্ত বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এক শ্রেণির পরিছন্ন কর্মী বা অন্যান্য ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীরা ঐ সকল দ্রব্যাদি সরবরাহকৃত বিনে না ফেলে বিক্রয়ের জন্য জমা করে রাখে। পরবর্তীতে ঐ সকল মালামাল তথা ব্যবহৃত ও সংক্রামিত নিডল্‌স, সিরিঞ্জ, স্যালাইন ব্যাগ, প্লাষ্টিক বোতল, ভেকসিন ভায়াল ইত্যাদি কোন রকম পরিশোধন বা জীবানুমুক্ত না করে অনিয়মিতভাবে বাইরে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। ফলে এ সকল ক্ষতিকর ও জীবানুযুক্ত দ্রব্যাদি পুনঃব্যবহার হচ্ছে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরুপ।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে হাসপাতাল কর্মীরা উচ্চ মাত্রার স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে আছে। চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভাল প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনার অভাবে এমন অবস্থার অবতারণা হচ্ছে বলে নিরীক্ষা মনে করে।

চিত্র ঃ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

চিত্র ঃ ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মে, ২০১৪

অনিয়মের কারণঃ

- নিরাপত্তামুলক দ্রব্যাদি যেমন গাউন/ এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি প্রয়োজনমত সরবরাহ না করা অথবা সরবরাহ করা হলেও নিয়মিতভাবে সেগুলি ব্যবহার না করা;
- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত হাসপাতাল কর্মীরা যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন এবং চিকিৎসা বর্জের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনার অভাব।

ফলাফলঃ

- প্রতিষেধক ও নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যথা ডায়রিয়া, চর্মরোগ, যক্ষা, হেপাইটিস-বি, হেপাইটিস-সি, এইডস, সার্স এবং রক্তবাহিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে;
- সংক্রামিত ধারালো সুঁচ শরীরে প্রবেশ করলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের জবাবে জানায় যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত জনবল যাতে নিরাপত্তামূলক পোষাক পরিধান করে দায়িত্ব পালন করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় হতে কোন সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট মন্তব্য ঃ জবাবের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত জনবল যাতে নিরাপত্তামূলক পোষাক পরিধান করে দায়িত্ব পালন করেন সে বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা এবং ব্যবহৃত ও সংক্রামক দ্রব্যাদি যেন ধ্বংস করা হয়, যাতে এগুলো বাইরে বিক্রি করা না যায় এ ব্যাপারে কার্যকর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিট সুপারিশঃ

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জন্য করণীয়,

- হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তামুলক দ্রব্যাদি যেমন, গাউন/ এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি সরবরাহ করা;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তামূলক দ্রব্যাদি যেমন, গাউন, এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ইস্যু ৩ ঃ হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদন,সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা :

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজন এবং চাহিদামাফিক বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়নি।

হাসপাতালগুলোর অভ্যন্তরীণ (Indoor Management) চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দেখাশুনার দায়িত্ব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো কারিগরি মান নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ (বিভিন্ন রঙ এর বিন, ড্রাম, বালতি, বেলচা ইত্যাদি) সরবরাহ, হাসপাতালসমূহের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, এ সংক্রান্ত সক্ষমতা অর্জন, প্রশিক্ষণ প্রদান, ডিসপোজাল পিট তৈরি করা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট রিপোর্ট প্রদান করা।

সরকারি হাসপাতালগুলিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কি পরিমাণ উপকরণ প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সে মোতাবেক সরকারি হাসপাতালগুলোর জন্য পরিচালক-সিএমএসডি'র মাধ্যমে ৮৯৪.০০ লক্ষ (আট কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় করা হয়।

কিন্তু হাসপাতালগুলোতে মাঠ পর্যায়ের এ সংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুপারিনটেনডেন্ট-সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, CMSD ঢাকার প্রাক্কলিত দরকে উপেক্ষা করে এবং অস্বাভাবিক উচ্চ দরে বিভিন্ন রঙ এর বিন ক্রয়ের ফলে সরকারের ২০,২৪,৪৪২.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট '৫-১')। উল্লেখ্য যে, দেশের প্রায় সকল হাসপাতালে CMSD এর মাধ্যমে এ সকল উপকরণ ক্রয় করা হলেও সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল কর্তৃক তা সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে। আলোচ্য ক্রয়ে এবং সরকারি অর্থ ব্যয়ে কর্তৃপক্ষ মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এছাড়া CMSD, ঢাকা নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায় Health Nutrition & Population Sector Programme (HNPSP) প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে CMSD কর্তৃক দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে জন্য বিভিন্ন রঙ এর বিন ও অন্যান্য উপকরণ/ মালামাল ক্রয় করা হয়। অতঃপর সে সকল উপকরণ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলির চাহিদার ভিত্তিতে এবং প্রাপ্তি স্বীকারপত্র গ্রহণপূর্বক তাদের বরাবর প্রেরণ করা হয়। CMSD হতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলিতে প্রেরিত এ ধরণের উপকরণ/ মালামালের তালিকা এবং প্রাপ্তিস্বীকার পত্র যাচাইকালে দেখা যায়, CMSD হতে এ ধরনের উপকরণ ইস্যূর কথা হলেও হাসপাতালগুলিতে সেগুলো গ্রহণের প্রমাণক পাওয়া যায়নি। যার প্রকৃত মূল্য ২২,৬২,৩৪১.০০ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট '৫-২')**।

এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা অবলম্বন করতে পারেননি।

সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) রঙ এর বিন সরবরাহ করার কথা থাকলেও ০৪(চার) রঙ এর বিন সরবরাহ করা হয়েছে-

বিধি অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে কালার কোড অনুযায়ী বিভাজনের জন্য ০৬(ছয়) রঙ এর বিন সরবরাহ করবে; **সাধারণ** বর্জ্যের জন্য **কালো, সংক্রামক** বর্জ্যের জন্য **হলুদ, তরল** বর্জ্যের জন্য **নীল, ধারালো** বর্জ্যের জন্য **লাল, তেজস্ক্রিয়** বর্জ্যের জন্য **রুপালী** এবং **পুনঃচক্রায়নযোগ্য** বর্জ্যের জন্য **সবুজ**। নিরীক্ষাকালে সকল হাসপাতালে সর্বোচ্চ ০৪(চার) রঙ এর বিন; কালো, লাল, হলুদ, সবুজ দেখতে পাওয়া যায়। তরল বর্জ্যের জন্য নীল কিংবা তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের জন্য রুপালী রঙ এর বিন কোন হাসপাতালে দেখতে পাওয়া যায়নি।

শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল
খুলনা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

চিত্র ঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজ
হাসপাতাল, এপ্রিল, ২০১৪

চিত্র ঃ এনআইসিভিটি, ঢাকা
এপ্রিল, ২০১৪

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এবং চট্টগ্রামে চিকিৎসা বর্জ্য পোড়ানোর জন্য ভস্মীকরণ চুল্লী (Incinerator) স্থাপন করা হলেও সেগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এছাড়া হাসপাতাল এলাকার মধ্যে ভস্মীকরণ চুল্লী স্থাপনও পরিবেশ সম্মত নয়। অন্যদিকে ইনোভেশন (এনজিও) কর্তৃক খুলনায় এবং স্বপ্ন (এনজিও) কর্তৃক বগুড়ায় ভস্মীকরণ চুল্লী স্থাপন করা হলেও সেগুলো মানসম্মত নয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
এপ্রিল, ২০১৪

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল,
মৌলভীবাজার, এপ্রিল, ২০১৪

খুলনা সিটি কর্পোরেশন ল্যান্ডফিল
এপ্রিল, ২০১৪

বিধি অনুযায়ী ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, নিডল ক্রাশার দ্বারা নষ্ট করার কথা থাকলেও তা না করে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে পুনরায় বাহিরে বিক্রি করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

চিত্র ঃ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
এপ্রিল, ২০১৪

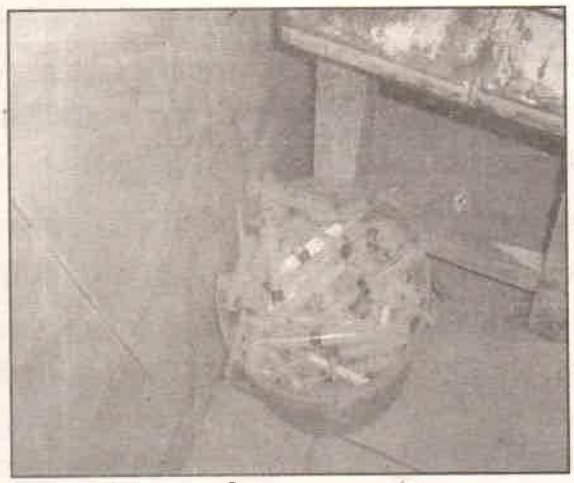

চিত্র ঃ মা ও শিশু হাসপাতাল, চট্টগ্রাম
জুন, ২০১৪

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ে জবাবে জানায় সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মালামাল ক্রয়ে উত্থাপিত অনিয়মের বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে জবাব সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

CMSD কর্তৃক সর্বোচ্চ ৬ রং এর বিন সরবরাহ করার কথা থাকলেও ৪ রং এর বিন সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট মন্তব্য ঃ জবাবের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মালামাল ক্রয়ে উত্থাপিত অনিয়মের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হাসপাতাল গুলোতে সিএমএসডি কর্তৃক ২টি রং এর বিন সরবরাহ না করার বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.২ ঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ প্রায়·সকল ক্ষেত্রেই চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থল কালার কোড অনুযায়ী বিভাজন করে না।

বিধি অনুযায়ী হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন রঙ এর বিনে বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী জমা করার কথা। বর্জ্য যদি কোন ব্যাগে রাখা হয় তবে তার মুখ যথাযথভাবে বেঁধে রাখতে হবে। পারমাণবিক চিকিৎসা বর্জ্য ছিদ্রবিহীন সীসার পাত্রে সংরক্ষণ ও পরিবহন করতে হবে এবং তা কোনভাবেই অন্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করা যাবে না।

বর্জ্য সংগ্রহের জন্য হাসপাতালগুলোতে বিন সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু বিধি মোতাবেক কালার কোড অনুযায়ী বিভিন্ন রঙ এর বিন এ আলাদাভাবে সেগুলো পৃথকীকরণ করা হচ্ছে না। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহ, বিভাগীয় শহরে অবস্থিত হাসপাতালসমূহ কিংবা জেলা/ উপজেলাসমূহে অবস্থিত হাসপাতালগুলোর কোথাও বর্জ্যের কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণ করা হচ্ছে না। হাসপাতালসমূহে কর্মরত হাসপাতাল কর্মীরা বর্জ্যের কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণের প্রতি নজর দিচ্ছে না এবং সকল বর্জ্যকেই তারা সাধারণ বর্জ্য হিসাবে গণ্য করছে। হাসপাতাল কর্মীরা এ ব্যাপারে হয় সচেতন নয় কিংবা তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক নয়। এ ছাড়া

তাদের অনেকেই বর্জ্যের কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণের ব্যাপারে যথেষ্ট অবগতও নয়। ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল-মৌলভীবাজার নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, প্রতিটি ওয়ার্ডে চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণ করা হলেও শেষে তা একটি ড্রামে একত্রিত করে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে। আবার অনেক হাসপাতালে বিন সরবরাহ করা হলেও সেগুলো ব্যবহার না করে ষ্টোরে ফেলে রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য লাইন ডাইরেক্টর-Essential Service Delivery (ESD) অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৫৪৬.৪৯ লক্ষ (পাঁচ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ উণপঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং লাইন ডাইরেক্টর-Hospital Services অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৪৭২.৯৬ লক্ষ (চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তবে হাসপাতালগুলোতে কর্মরত ডাক্তার, নার্স কিংবা ওয়ার্ডবয়গণ প্রকৃত হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানে না এবং বর্জ্যের ধরন ও কালার কোড অনুযায়ী সেগুলো তারা পৃথকীকরণ করছে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতেও এ ব্যাপারে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

চিত্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
জুন, ২০১৪

চিত্র ঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
এপ্রিল, ২০১৪

প্রিজমে'র মতে হাসপাতালগুলোতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রিজম সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ক্ষতিকর কিংবা অক্ষতিকর বর্জ্য পৃথকীকরণ ব্যবস্থা বলতে গেলে নেই অথবা অতি সামান্য। নার্স, ওয়ার্ডবয় এবং ওয়ার্ড মাষ্টারগণ যথারীতি ক্ষতিকর বর্জ্য অক্ষতিকর বর্জ্যের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলছে।

চিত্র ঃ ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট, এপ্রিল, ২০১৪

চিত্র ঃ সদর হাসপাতাল, চট্টগ্রাম জুন, ২০১৪

চিত্র ঃ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ওয়ার্ডগুলো হতে সংগৃহীত সকল বর্জ্য কোন রকম পৃথকীকরণ ব্যতিরেকেই হাসপাতাল ভবনের প্রতিটি তালা হতে পাইপের মাধ্যমে উপর হতে নীচে (ভবনের পিছন দিকে) নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ফলে হাসপাতালের পিছন দিকে সকল বর্জ্য একত্রিত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে সেগুলো ট্রলির মাধ্যমে পরিবহন করে সিটি কর্পোরেশনের ডাষ্টবিনে জমা করা হচ্ছে।

চিত্র ঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এপ্রিল, ২০১৪

চিত্র ঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এপ্রিল, ২০১৪

তরল চিকিৎসা বর্জ্য কোন রকম পরিশোধন ছাড়াই ড্রেনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে কিংবা সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বর্তমানে এটির বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগ্রহ ও পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় অভ্যন্তরীণভাবে পরিশোধন করা যেতে পারে।

এটা ভাল দিক যে, ঢাকায় এ্যপোলো হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, সেখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তরল চিকিৎসা বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ ও পরিবহন করছে এবং এসব পরিশোধণের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

ডিসপোজাল পিট বিশেষ ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি করা হলেও সাধারণ বর্জ্য দ্বারা ভর্তি করে ফেলা হয়েছে- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত লাইন ডাইরেক্টর-Essential Service Delivery (ESD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় সর্বমোট ৪০৮টি উপজেলার মধ্যে ৩৯৪.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০৯টি উপজেলায় ডিসপোজাল পিট তৈরি করা হয়েছে। ডিসপোজাল পিটগুলো মূলতঃ ধারালো চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণ ও সংক্রামক বর্জ্য পরিশোধনের জন্য নির্মাণ করা হয় এবং এগুলোর প্রত্যাশিত আয়ুস্কাল ধরা হয় ১৫ বছর। কিন্তু নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, সেগুলিতে কোন রকম পৃথকীকরণ ছাড়াই সকল প্রকার চিকিৎসা বর্জ্য নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডিসপোজাল পিটগুলো বর্জ্য দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে এবং সেগুলো ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর আশেপাশে হাসপাতাল বর্জ্য স্তূপ করে রেখেছে যা অশোভনীয় দৃশ্যের অবতারণা করছে।

চিত্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
এপ্রিল, ২০১৪

চিত্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,তালা, সাতক্ষীরা
আগস্ট, ২০১৪

নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাত্র ২০৯টি উপজেলায় ডিসপোজাল পিট তৈরি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৯৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে এখনও ডিসপোজাল পিট তৈরি করা হয়নি। কোন রকম পরিশোধন ছাড়াই তাদের সৃষ্ট বর্জ্য হাসপাতাল চত্বরে কিংবা এর আশেপাশে ফেলে রাখা হচ্ছে।

হাসপাতালগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহগারের সংস্থান করেনি যেখান থেকে চুক্তিবদ্ধ এনজিওরা হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ করবে; ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের সৃষ্ট হাসপাতাল বর্জ্য কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণ করে বিভিন্ন রঙ এর বিনে সংরক্ষণ করবে। তারপর ঐ বিনগুলো প্রত্যেক দিন কেন্দ্রীয় সংগ্রহাগারে বড় ড্রামে স্থানান্তর করবে। তবে কেন্দ্রীয় সংগ্রহাগারটি অবশ্যই নীচতলায় এবং সংরক্ষিত এলাকায় হতে হবে যা হবে বন্যামুক্ত, সহজেই সংগ্রহ ও পরিবহন করা যায়, পশুপাখির প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস এর ব্যবস্থা থাকবে।

অধিকাংশ হাসপাতালে ওয়ার্ডগুলো হতে সংগৃহীত বর্জ্য রক্ষিত বিনগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে বড় ড্রাম রাখা হয়নি। ফলে দেখা গেছে চিকিৎসা বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলে রাখা হয়েছে। ঢাকায় বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও প্রিজম বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিকর বর্জ্য কেন্দ্রীয়ভাবে রাখার জন্য সংগ্রাহাগার নির্মাণের ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানান মেডিক্যাল বর্জ্য উৎপাদনের পরপরই তা কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণ হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অডিট মন্তব্য ঃ মনিটরিং ব্যবস্থার দূর্বলতার কারণে প্রশিক্ষণ বাবদ প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও এর সুফল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কাজেই এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনিয়মের কারণঃ

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিধি মোতাবেক ০৬(ছয়) রঙ এর পরিবর্তে ০৪(চার) কালারের বিন সরবরাহ করা হয়েছে;
- প্রত্যেক উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্সে ডিসপোজাল পিট নির্মাণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যর্থতা;
- হাসপাতাল কর্মীদের কালার বিন ব্যবহারে অজ্ঞতা এবং সকল বর্জ্যকে সাধারণ বর্জ্য হিসাবে মনে করে সেগুলি কালার কোড অনুযায়ী পৃথকীকরণ না করা;
- উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্সগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্য কালার কোড অনুযায়ী পৃথক না করে ডিসপোজাল পিটে ফেলে দেয়া;
- তরল চিকিৎসা বর্জ্য কিভাবে সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধন করতে হবে এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা না থাকা;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক হাসপাতালগুলোর কার্যক্রমের ওপর মনিটরিং ও সুপারভিশন যতসমান্য অথবা একেবারেই না থাকা।

চিত্র ঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
এপ্রিল, ২০১৪

চিত্র ঃ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

ফলাফলঃ

- ১৯৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সংক্রামক এবং ধারালো বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য ডিসপোজাল পিট নেই;
- স্থাপিত ডিসপোজাল পিটগুলো ভর্তি হয়ে গেছে, ফলে সেগুলো ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। পিটের বাহিরে বা হাসপাতাল চত্বরে উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে;
- সাধারণ বর্জ্য ক্ষতিকর বর্জের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ফলে তরল বা অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্য সকল সাধারণ বর্জ্যকে দূষিত করে তুলছে;

- অনিয়মিতভাবে সংগৃহীত এবং পরিশোধিত বর্জ্য ভূগর্ভস্থ, খাল, বিল ও নদীর পানি দূষিত করছে;
- তরল চিকিৎসা বর্জ্য ড্রেন বা সুয়ারেজ এ প্রবাহিত করায় ভূগর্ভস্থ পানিসহ খাল, বিল ও নদীর পানি দূষিত হচ্ছে;
- অনিয়মিত ভাবে সংগৃহীত এবং পরিশোধিত বর্জ্য বায়ু দূষণ, ক্ষতিকর গন্ধ ও গ্যাস ছড়াচ্ছে;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে অথবা অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যথা ডায়রিয়া, চর্ম রোগ, যক্ষা, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, এইডস, সার্স, রক্তবাহিত রোগ ইত্যাদি ছড়াচ্ছে;
- সংক্রামক ধারালো বস্তু বা সূঁচ মানব শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করছে;
- অনিয়মিতভাবে সংগৃহীত এবং পরিশোধিত বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকার ফলে অশোভনীয় দৃশ্যের অবতারণা করছে।

অডিট সুপারিশঃ

- বিধি অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ০৬ (ছয়) রঙ এর বিন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
- যে সকল উপজেলায় এখনও ডিসপোজাল পিট নির্মাণ করা হয়নি সে সকল্ উপজেলায় ডিসপোজাল পিট নির্মাণ নিশ্চিত করা;
- হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের কালার বিন ব্যবহার ও বর্জ্য পৃথকীকরণ এর উপর উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারগুলির (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে যে, তরল চিকিৎসা বর্জ্য কিভাবে সংগ্রহ, পরিবহন এবং চূড়ান্তভাবে পরিশোধন করতে হবে;
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে তাদের অধীনস্থ কর্মীদের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণসহ এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তারা বর্জ্য পৃথকীকরণ নিয়ম মানছে এবং যারা মানবে না তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকারগুলোর (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা) হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনসহ এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা বর্জ্য পৃথকীকরণ নিয়ম মানছে এবং যারা মানবে না তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.৩ ঃ প্রত্যহ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সৃষ্ট ক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্যের ৫০% এর কম সংগৃহীত হচ্ছে (১৩ টনের মধ্যে ৬ টন) এবং বাকী ৫০% এর অধিক অসংগৃহীত রয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা শহরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর কেন্দ্রীয় সংগ্রহাগার হতে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের। কিন্তু নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ১৯৮৯ সনে প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান প্রিজম বাংলাদেশকে উক্ত কাজে নিযুক্ত করে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সহিত সম্পাদিত

চুক্তি অনুযায়ী প্রিজম ঢাকা শহরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের সকল ক্ষতিকর বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও চূড়ান্ত পরিশোধনসহ (অটোক্লেভিং, ইনসিনারেশন, কেমিকেল দ্বারা জীবানুমুক্তকরণ, ডিপ বিউরিয়াল ইত্যাদি) হাসপাতাল কর্মীদের সচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাথে সকল হাসপাতালের ক্ষতিকর বর্জ্য সংগ্রহের চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। উদহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রিজম এর ডাটা বেইজ অনুযায়ী ঢাকা শহরের মধ্যে ৫০% এরও কম নিবন্ধিত হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সহিত তাদের বর্জ্য পরিবহনের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ হতে প্রিজম নির্ধারিত সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ক্ষতিকর এবং সংক্রামক বর্জ্য সংগ্রহ করে

চিত্র ঃ প্রিজম সাইন বোর্ড, মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল, ঢাকা, এপ্রিল, ২০১৪

(ক) এনজিওগুলোকে সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা বর্জ্য পরিবহনের জন্য চুক্তিবদ্ধ প্রিজম বাংলাদেশকে মাসিক ৩০,০০০.০০ টাকা হিসাবে বিল পরিশোধ করে আসছে। চুক্তির অন্যতম শর্ত হলো প্রিজম যে দিন বর্জ্য পরিবহন করবে না সে দিনের কোন বিলও পাবে না।

কিন্তু নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে বর্জ্য পরিবহন না করা সত্ত্বেও প্রিজমকে ১,০৬,০০০.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট '৬-১')**।

আলোচ্য ব্যয়ে কর্তৃপক্ষ দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা দেখাতে পারেননি।

(খ) এ ছাড়াও দেখা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা বর্জ্য পরিবহনের জন্য চুক্তিবদ্ধ প্রিজম বাংলাদেশকে মাসিক ৩০,০০০.০০ টাকা হিসাবে বিল পরিশোধ করে আসছে। পরিশোধিত বিল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.১২.১২/৭০৬ তারিখঃ ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ মোতাবেক প্রযোজ্য হারে (প্রথমে ৪.৫% এবং পরবর্তীতে ১৫% হারে) ভ্যাট কর্তন না করার ফলে সরকারের ৪১,১০০.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট '৬-২)**।

ফলে সরকারি অর্থ ব্যয়ে মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা অর্জিত হয়নি।

প্রিজমের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা শহরে প্রতিদিন প্রায় ১৩ টন ক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টি হয়। কিন্ত প্রিজম প্রতিদিন মাত্র ৬ (ছয়) টন (প্রায়) বর্জ্য সংগ্রহ করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একমাত্র ল্যান্ডফিল মাতুয়াইলে নিয়ে যায়। ফলে ঢাকা শহরে দৈনিক সৃষ্ট বর্জ্যের ৫০% ভাগ এর কম প্রিজম কর্তৃক সংগৃহীত হয়। প্রিজম দাবি করছে এর অনেক বেশী বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও চূড়ান্ত পরিশোধনের ক্ষমতা তাদের আছে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, প্রিজম বাংলাদেশ মাত্র ৭টি কভার ভ্যান দিয়ে ঢাকা শহরের ক্ষতিকর বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন করায় অনেক ক্ষেত্রেই তার সিডিউল রক্ষা করতে পারে না। ফলে প্রিজমের বর্ণিত দাবি সঠিক নয়।

ঢাকা শহরের দৈনিক সৃষ্ট চিকিৎসা বর্জ্যের অবশিষ্ট ০৭ (সাত) টন (প্রায়) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করে। তবে সম্ভবত এ সকল চিকিৎসা বর্জ্য অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে মিশে যায়। এ ছাড়াও কিছু বর্জ্য অসংগৃহীত থাকে যা হাসপাতালগুলো সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ডাস্টবিন হতে বর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহন করে তাদের ল্যান্ডফিল মাতুয়াইলে নিয়ে যায়। তবে বাস্তবতা হলো ডিসিসি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনে ফেলা বর্জ্য ওভারফ্লো হয়ে যত্রতত্র পড়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে দেখা যায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন জবাবে জানান যে, প্রিজম বাংলাদেশ এর মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহও চূড়ান্ত পরিশোধন করে থাকে। হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধি ২০০৮ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রিজম বাংলাদেশ ৭টি কাভার্ড ভ্যান দিয়ে ৬৩০টি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিদিন গড়ে ৭.৫ টন মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের জবাবে জনান যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে নিয়মিতভাবে বর্জ্য পরিবহণ সংগ্রহ না করা সত্ত্বেও বিল উত্তোলন এবং বিল পরিশোধকৃত টাকার ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ক্ষতিজনিত টাকা সরকারী কোষাগারে জমার চালান ও সিটিআরসহ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অডিট মন্তব্য ঃ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় তাদের জবাবে প্রিজমের নেটওয়ার্কের বাইরে অবশিষ্ট মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করেনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বর্জ্য পরিবহণ ও সংগ্রহ না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধের ১০৬০০০ টাকা আদায় সহ মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধিত টাকার ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৮/১১/২০১২ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাট কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি জনিত ৪১,১০০/-টাকাসহ মোট (১০৬০০০+৪১১০০)=১৪৭১০০ টাকা আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করে জমার স্বপক্ষে চালানের সত্যায়িত কপিসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.৪ ঃ ঢাকার বাহিরে হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনে কোন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না।

ঢাকার মত ঢাকার বাহিরের সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার দায়িত্ব হলো হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের ক্ষতিকর বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও চূড়ান্তভাবে পরিশোধন করা। সংক্রামক বর্জ্য উচ্চ তাপমাত্রায় অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে জীবানুমুক্ত করা, গভীর মাটির নীচে পুতে ফেলা, পুড়িয়ে ফেলা এবং অংশ বিশেষ কংক্রিট পিটে ফেলা। পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য ক্লোরিন মিশানো পানিতে জীবানুমুক্ত করা এবং প্লাষ্টিক দ্রব্য মেশিনে টুকরা টুকরা করে ফেলা। ধারালো বর্জ্য কংক্রিট পিটে ফেলে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

তবে বহির্বিভাগীয় হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারগুলোর দায়িত্ব সম্পর্কে কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি। কিন্ত এ কাজগুলো কে কিভাবে করবে তার সম্পর্কেও বিধিতে কোন কিছু বলা নেই। এ কারণে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখে না এবং এতদ্সংক্রান্ত কোন লজিষ্টিক সাপোর্ট বা যন্ত্রপাতি সরকারের কোন উৎস হতে পায় না।

জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বহির্বিভাগীয় কার্যক্রম নেই। তারা সকল বর্জ্য একত্রে করে কোন রকম পরিশোধন ছাড়াই হাসপাতালের বাহিরে খালি জায়গায় অথবা সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার ডাস্টবিনে জমা করে। বাস্তবেও প্রায় সকল হাসপাতালে চিকিৎসা বর্জ্য বাহিরের খালি জায়গায় বা রাস্তার ধারে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ডাস্টবিনে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। যা সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার ডাস্টবিন হতে নিয়মিত সংগ্রহ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা হাসপাতাল প্রাঙ্গনে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করেছে কিন্ত সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। হাসপাতালের বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে বা রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়া বর্জ্য বস্তিবাসী বা পথ শিশুরা বিক্রির জন্য সংগ্রহ করে। ফলে তারা সংক্রামিত মারাত্মক রোগের ঝুঁকিতে থাকে।

একমাত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং বগুড়া পৌরসভা চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহনের জন্য এনজিও নিয়োগ দিতে পেরেছে। তবে নিরীক্ষাধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা সিলেট, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং বগুড়া পৌরসভায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে আলাদাভাবে কোন জনবল নিয়োজিত নেই। অনুরূপভাবে পৌরসভাগুলোতে ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে আলাদাভাবে কোন কর্মচারী নিয়োজিত নেই। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া সিটি কর্পোরেশনের চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য নিয়োজিত এনজিওদের মধ্যে একমাত্র প্রিজম বংলাদেশের প্রশিক্ষিত কর্মচারী, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও স্থাপনা আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যথা চট্টগ্রামে ইনোভেশন, খুলনায় প্রদীপন এবং বগুড়ায় স্বপ্ন এদের কারোরই প্রশিক্ষিত জনবল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও স্থাপনা নেই। এসব এনজিও, হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিশোধন ও প্রক্রিজাতকরণ ছাড়াই সিটি কর্পোরেশনের ডাম্পিং স্টেশনে সাধারণ বর্জ্যের সাথে ফেলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রামে ইনোভেশনের সাইন বোর্ড ছাড়া আর কোন স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়নি।

চিত্র ঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ল্যান্ডফিল
আগস্ট, ২০১৪

চিত্র ঃ খুলনা সিটি কর্পোরেশন ল্যান্ডফিল
আগস্ট, ২০১৪

বর্ণিত ৩টি এনজিও ছাড়া দেশের আর কোথাও এনজিও নিয়োগ দেয়া হয়নি। সে সব ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা সাধারণ বর্জ্যের মত কোন প্রকার পরিশোধন ছাড়াই চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন করে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের জবাবে জানায় জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আউট হাউজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার বিভাগের। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন পূর্বক মন্ত্রণালয়কে জানোনোর জন্য এবং পুনঃচক্রায়নযোগ্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় হতে কোন সুস্পষ্ট জবাব দেয়া হয়নি।

অডিট মন্তব্য ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা অনুসারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনিয়মের কারণঃ

- বর্ণিত ৩টি এনজিও ছাড়া দেশের আর কোথাও এনজিও নিয়োগ দেয়া হয়নি। সে সব ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা সাধারণ বর্জ্যের মত কোন প্রকার পরিশোধন ছাড়াই চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন করে ।
- সকল হাসপাতালকে চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে চুক্তিতে যেতে আইনগতভাবে বাধ্য করা হয়নি।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ডাষ্টবিন থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহ করে না। পৌরসভা পর্যায়েও এ বর্জ্য নিয়মিত সংগৃহীত হচ্ছে না।
- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।
- জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্যের কোন বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা নেই।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং বগুড়া পৌরসভাতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আলাদা কোন লোকবল নেই।
- যে সকল এনজিও সিটি কর্পোরেশনে সাথে চুক্তিবদ্ধ তাদেরও দক্ষ লোকবল নেই এবং চিকিৎসা বর্জ্য বিষয়ে তাদের জ্ঞান সীমিত বা একেবারেই নেই।
- সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত ড্রামগুলো ঠিকমত ব্যবহার হচ্ছে না।

ফলাফলঃ

- ৫০% এর কম (১৩ টনের মধ্যে ৬ টন) চিকিৎসা বর্জ্য কেবল PRISM এর মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সংগৃহীত হচ্ছে।
- ৫০% এর অধিক হাসপাতাল থেকে PRISM কোন চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করছে না। অন্য ৫০% এর অধিক হাসপাতালের বর্জ্য অসংগৃহীত/ সাধারণ বর্জ্যের সাথে মিশে সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনে চলে যাচ্ছে।

- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনগুলো হতে বর্জ্য ঠিকমত সংগ্রহ না হওয়াতে তা ওভারফ্লো হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকছে।
- ঢাকা শহরের বাইরের হাসপাতালগুলো কোনরূপ পরিশোধন ছাড়াই বর্জ্য হাসপাতাল চত্বরে/ বাইরে ফেলে দিচ্ছে ।
- অপরিশোধিত এ চিকিৎসা বর্জ্য খোলা চত্বরে ফেলে দেয়ার কারণে বস্তিবাসী এবং পথ শিশুরা এগুলো সংগ্রহ করছে। ফলে তারা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকছে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

অডিট সুপারিশঃ

- এ বিধি সংশোধনপূর্বক এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সব হাসপাতাল তাদের চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহের জন্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এনজিও'র সাথে চুক্তি করবে।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রতিদিন তাদের ডাস্টবিন হতে বর্জ্য সংগ্রহ করবে এবং পৌরসভাগুলোতেও নিয়মিতভাবে এটি নিশ্চিত করতে হবে।
- জেলা শহরের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারগুলো (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা) কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আলাদা লোকবল রাখতে হবে।
- প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ এনজিওতে দক্ষ কর্মী রয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.৫ ঃ চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য ডিসিসির আওতাধীন মাতুয়াইল ব্যতিত দেশের অন্য কোথাও আলাদা কোন নিরাপদ Landfill নেই।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ল্যান্ডফিল এর অভাববোধ করছে। অধিক জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে এবং নগরায়নের ফলে নিরাপদ ল্যান্ডফিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। ফলে নিরাপদ ল্যান্ডফিল ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না।

ল্যান্ডফিল উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন Canadian International Development Agency (CIDA) থেকে কিছু সহযোগিতা পেয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মাতুয়াইলে প্রিজম বাংলাদেশকে ল্যান্ডফিল ব্যবহার করতে দিয়েছে। প্রিজম চিকিৎসা বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য ঢাকার মাতুয়াইলে একটি নিজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে (যেমন, চিকিৎসা বর্জ্য রাসায়নিকভাবে জীবানু মুক্তকরণ, মাটি চাপা দেয়া, অটোক্লেভিং, উচ্চ তাপমাত্রায় বর্জ্য ভস্মীকরণ ইত্যাদি)। তবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ডিসিসি কর্তৃক প্রিজমকে প্রদত্ত ভূমির (ল্যান্ডফিল) ৩৩% বৃক্ষায়নের কথা থাকলেও প্রিজম পরিপূর্ণভাবে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি।

চট্টগ্রাম, বগুড়া এবং খুলনায় চিকিৎসা বর্জ্য চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য পৃথক ল্যান্ডফিলের ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলোতে কোন পরিকল্পিত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। এ ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোন সিটি কর্পোরেশন

বা পৌরসভায় চিকিৎসা বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিশোধন অর্থাৎ ক্ষতিকর ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য পৃথকীকরণপূর্বক পরিশোধনের জন্য আলাদা কোন ল্যান্ডফিল নেই। এ সকল শহরে চিকিৎসা বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য পৃথক ও পরিকল্পিত ল্যান্ডফিল না থাকার কারণে ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা অনিয়ন্ত্রিত থেকে যাচ্ছে এবং ক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে একত্রিত করে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার ল্যান্ডফিলে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

চিত্র ঃ মৌলভীবাজার পৌরসভা ল্যান্ডফিল
মে, ২০১৪

চিত্র ঃ সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা
আগস্ট, ২০১৪

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বহিরাগতরা ল্যান্ডফিলগুলোতে ব্যবহৃত ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করে এবং সেগুলো সংগ্রহপূর্বক পুনরায় বাহিরে বিক্রি করে।

চিত্র ঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ল্যান্ডফিল ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

অনিয়মের কারণঃ

- এ সকল শহরে জনসংখ্যার আধিক্য এবং ভূমির অপ্রতুলতার কারণে যথার্থ মানের ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেনি। এ ছাড়া বর্তমান সময়ের বাস্তবতায় ল্যান্ডফিলের জন্য জায়গার সংস্থান করা অত্যন্ত দূস্কর হয়ে পড়েছে।

ফলাফলঃ

- ল্যান্ডফিল এর স্বল্পতার কারণে চিকিৎসা বর্জ্যের অপসারণ ও পরিশোধন অনিয়ন্ত্রিত রয়ে যাচ্ছে। একই সাথে চিকিৎসা বর্জ্য সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সাধারণ ল্যান্ডফিলে অপসারিত হওয়ায় ক্ষতিকর বর্জ্য সাধারণ বর্জ্যের সাথে মিশছে এবং সকল বর্জ্যকে দূষিত করে ফেলছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের "মাতুয়াইল স্যানিটারী ল্যান্ড ফিল" এলাকায় অবস্থিত মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টে চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে এবং সব ধরনের চিকিৎসা বর্জ্য যা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আসে, প্রতিদিন তার হিসাব রাখা, সংরক্ষণ করা এবং পুনঃ ব্যবহার যোগ্য বর্জ্যের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ল্যান্ড ফিল সাইডে কেন্দ্রীয়ভাবে কম্পিউটারাইজড ওজন পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রিজম বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৪ খ্রিঃ সালে সংগৃহীত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনাকৃত বর্জ্যের হিসাব প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

অডিট মন্তব্য ঃ ঢাকার বাইরের বর্জ্য আউট হাউজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি এবং ঢাকার ক্ষেত্রে একমাত্র ল্যান্ড ফিল যথেষ্ট কিনা সে ব্যাপারেও কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। কাজেই এক্ষেত্রে নিরীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিট সুপারিশঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগ-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাগুলিকে ল্যান্ডফিল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.৬ ঃ পুনঃচক্রায়নযোগ্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রায় সকল হাসপাতালে কোন রকম পরিশোধন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে।

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ এর ২ (১) (ঙ) অনুযায়ী হাসপাতালসমূহ পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্যকে আলাদা করবে (যেমন প্লাষ্টিক, গ্লাভস, ধাতববস্তু ইত্যাদি) এবং প্রয়োজনে ক্লোরিন মিশ্রিত জলীয় দ্রবনের মাধ্যমে সেগুলোকে জীবনুমুক্ত করতে হবে। এছাড়া ক্রাশার যন্ত্র দ্বারা প্লাস্টিক সামগ্রীকে চূর্ণ করতে হবে। কিন্তু বিধিতে এটা উল্লেখ করা হয়নি যে, এ পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য যদি কেউ সংগ্রহ করে এবং বাহিরে বিক্রি করে তবে কিভাবে এ বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী থাকবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পুনঃব্যবহার যোগ্য প্লাষ্টিক পণ্যকে নির্দিষ্ট রঙ এর পাত্রে রাখা হয়নি এবং এগুলো আলাদা করে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের প্লাষ্টিক পণ্য যেমন স্যালাইন ব্যাগ, সিরিঞ্জ, বোতল, ভায়েল, ইনজেকশন ইত্যাদি সংগ্রহ করে এবং বাহিরে এগুলো বিক্রি করে দেয়। জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়াতে দেখা যায়, ব্যবহৃত স্যালাইন ব্যাগ কোন রকম প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই সংগ্রহ এবং পুনঃবিক্রি করা হচ্ছে। ঢাকাতে প্রিজম প্লাস্টিক পণ্যগুলো সংগ্রহ করতে পারছে না কারণ প্লাষ্টিক পণ্যগুলো নির্দিষ্ট রঙ এর পাত্রে ফেলা হয় না বা আগে থেকেই তা সরিয়ে ফেলা হয়।

ব্যবহৃত প্লাষ্টিকপণ্যের পুনঃবিক্রি অবৈধ- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয় না। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য এ প্লাষ্টিক সামগ্রী বাহিরে বিক্রি করে। West Concern এবং JICA, ২০০৫ সালে এই তথ্য প্রদান করে যে, ঢাকা শহরে প্রায় ১,২০,০০০ গরীব লোক/ বস্তিবাসী পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্যের বানিজ্যের সাথে যুক্ত।

পুনঃব্যবহারযোগ্য চিকিৎসা বর্জ্য হাসপাতালে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সহায়তায় বাইরে বিক্রি করে দেয়া হয়। তারা পুনরায় এগুলো প্যাকেটজাত করে এবং স্থানীয় বিভিন্ন ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানীকে পাইকারীভাবে বিক্রি করে দেয়। এ ব্যবসা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। বিধিতে এ ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কারা এর জন্য দায়ী থাকবে তাও স্পষ্ট নয়। এর ফলে বর্তমানে কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়, কোন মানদন্ড নেই এবং এ ব্যাপারে কোন নিয়ম কানুন নেই। এ বিষয়ে কোন তদারকি, নিয়ন্ত্রণ বা কোন রিপোর্টের ব্যবস্থাও নেই। এমনকি কেউ জানেই না হাসপাতাললোতে কি পরিমাণ পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিভাবে এগুলো বাহিরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এবং কারা তাদেরকে সহযোগীতা করছে। কেউ এ পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের মান নির্ণয় করে না বা পরীক্ষা করে না। এ সকল উপকরণ পুন:ব্যবহারের কারণে জনস্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে এবং বিভিন্ন রোগের বিস্তার লাভ করছে।

চিত্র ঃ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিঃ কলেজ ও হাসঃ, বগুড়া
জুলাই, ২০১৪

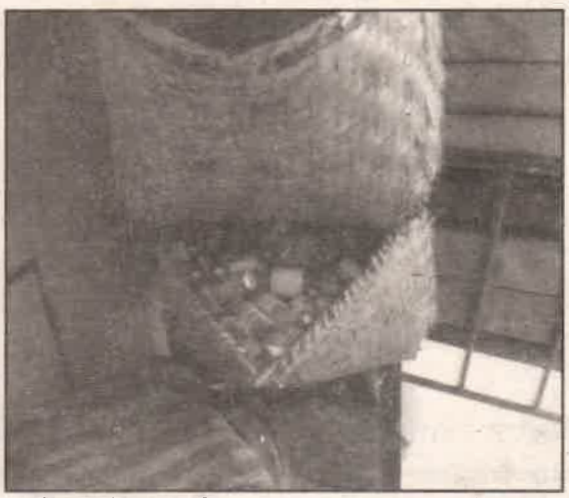

চিত্র ঃ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম
সময়: ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

চিত্রঃ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী
সময়: জুলাই '২০১৪ খ্রিঃ

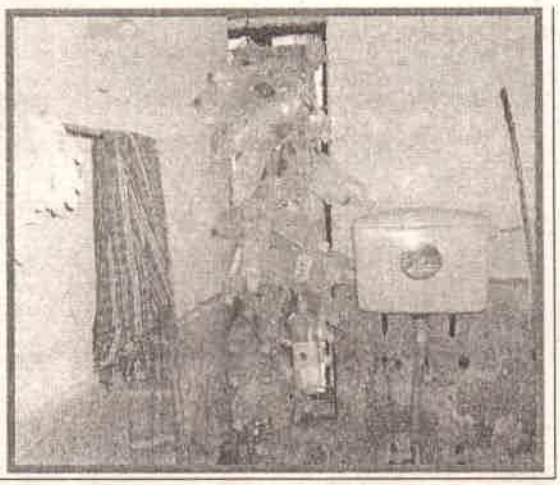

চিত্রঃ রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল, রাঙ্গামাটি
সময়: জুন '২০১৪ খ্রিঃ

অনিয়মের কারণঃ

- হাসপাতালগুলো হতে যদি ব্যবহৃত পুনঃচক্রায়নযোগ্য দ্রব্যাদি (সিরিঞ্জ, স্যালাইন ইত্যাদি) অবৈধভাবে বাইরে বিক্রি করে দেয়া হয় তবে কি শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বিধিতে তার কোন উল্লেখ নেই;
- পুনঃচক্রায়নযোগ্য দ্রব্যাদি অবৈধভাবে বাহিরে বিক্রি করে নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের আয়ের উৎসে পরিণত হওয়া;
- পুনঃচক্রায়নযোগ্য দ্রব্যাদি অবৈধভাবে বাইরে বিক্রি করে দেয়ার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;

ফলাফলঃ

- এককভাবে কোন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি; এ সংক্রান্ত কোন নিয়ম-নীতি বা বিধি বিধান নেই; কোন পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা নেই; এ ব্যাপারে কেউই অবগত নয় যে কি পরিমাণ প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি (সিরিঞ্জ, স্যালাইন ইত্যাদি) অবৈধভাবে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বাহিরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এবং এর কতটা অংশ পুনরায় ব্যবহারের জন্য বাজারে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে।
- কোন কর্তৃপক্ষই এ সকল দ্রব্যাদির পরিমাণ সম্পর্কে জানে না।
- এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং বিভিন্ন রোগ বিস্তারের কারণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ পুনঃ চক্রায়নযোগ্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যাতে বিক্রি করা সম্ভব না হয় সে জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অডিট মন্তব্য ঃ পুনঃচক্রায়ন যোগ্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি আলাদা ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিট সুপারিশঃ

- পুনঃচক্রায়নযোগ্য ও অন্যান্য প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি অবৈধভাবে বাইরে বিক্রি করলে কি শাস্তি ভোগ করতে হবে তা উল্লেখপূর্বক বিধিটি সংশোধন করা আবশ্যক;
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এটা নিশ্চিত করা আবশ্যক যে, তাদের অধঃস্তন কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ বর্জ্য উৎপত্তিস্থলে সঠিকভাবে কালার কোড অনুযায়ী পুনঃচক্রায়নযোগ্য ও অন্যান্য প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি আলাদাভাবে সংরক্ষণ করছে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এটা নিশ্চিত করা আবশ্যক যে, হাসপাতালসমূহ বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে কালার কোড অনুযায়ী সেগুলো সঠিকভাবে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করছে;

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.৭ ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়।

হাসপাতালগুলো বৈধভাবে অনুমোদনসহ কিংবা অননুমোদিতভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে কি না পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এ ব্যাপারে পরিদর্শন ব্যবস্থা খুব সামান্য অথবা নেই বললেই চলে। যে সকল হাসপাতাল বৈধ সনদ (Clearance Certificate) ব্যতিরেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন হাসপাতালে তারা কোন অভিযান পরিচালনা করে না। এ সংক্রান্ত বিষয়ে তারা কোন রিপোর্ট তৈরি করে না কিংবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের কোন রিপোর্ট প্রেরণ করে না।

পরিবেশ অধিদপ্তর বৈধ সনদ ব্যতিরেকে পরিচালিত হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে দন্ড আরোপ করতে পারে কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ অতি সামান্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিগত চার বছরে মোট ৩৬টি হাসপাতালের মধ্যে ৩১টি হাসপাতালকে জরিমানা আরোপ এবং ১৭টি হাসপাতালে সতর্কীকরণ নোটিশ জারী করা হয়েছে। এর সবগুলোই বড় এবং ঢাকায় অবস্থিত। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটা দেখা যায় যে, পরিবেশ অধিদপ্তর বেসরকারি হাসপাতালগুলির উপর বেশী জরিমানা আরোপ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা নগণ্য। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসকে আর্থিক জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ঢাকা অফিসের (প্রধান কার্যালয়) মাধ্যমে জরিমানা আরোপ করার কারণে সময় বিলম্বিত হয়। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবলের ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকায় একটি মাত্র এনফোর্সমেন্ট টিম কাজ করে এবং ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতার কারণে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ব্যাহত হয়। উপরন্ত দেখা যায়, পরিবেশ অধিদপ্তর হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে পরিদর্শন অভিযান পরিচালনার চেয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিদর্শন অভিযান পরিচালনায় বেশী আগ্রহী ভূমিকা পালন করে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দু'টি অপারেশন প্ল্যানের আওতায় হাসপাতালগুলোর চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করে না এবং হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে কোন রিপোর্ট তৈরি করে না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হাসপাতালগুলোর জন্য বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে এর পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পরিশোধন সংক্রান্ত কোন কর্মকৃতি নির্দেশক জারী করেনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মত বড় হাসপাতালসহ বাংলাদেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যার জন্য করনীয় নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর নিকট হাসপাতালগুলির কোন জবাবদিহীতাও নেই এবং সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা বর্জ্যের পৃথকীকরণ ও সংগ্রহের ব্যাপারে কোন দায়িত্ববোধ ছাড়াই যেনতেন ভাবে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

বিভাগীয়, জেলা কিংবা উপজেলায় অবস্থিত হাসপাতালগুলো তাদের দ্বারা সৃষ্ট চিকিৎসা বর্জ্যের ধরন ও পরিমাণ উল্লেকপূর্বক কোন রিপোর্ট তৈরি করে না।

স্থানীয় সরকার বিভাগ-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাগুলোর কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণপূর্বক কোন রিপোর্ট তৈরি করে না এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহও এ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে কোন রিপোর্ট প্রেরণ করে না।

প্রিজম'র উপর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তদারকি ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং অনিয়মিত। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ এনজিওগুলোর কার্যক্রম তেমন মনিটরিং কিংবা সুপারভিশন করে না ফলে এ সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট তৈরি করে না। প্রিজম কিংবা অন্যান্য এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহের কোন রিপোর্ট পেশ করে না।

অনিয়মের কারণঃ

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউই পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে রিপোর্ট তৈরিতে তাদের সামর্থ্য ব্যয় করে না।
- মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকসমূহের জন্য কোন করনীয় নির্দেশনা নির্ধারণ করেনি।

ফলাফলঃ

- অনেক হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- কালার কোড অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং সংগ্রহের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক-স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকসমূহের কোন জবাবদিহীতা নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের জবাবে জানান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সকল প্রশাসনিক এলাকার জন্য গঠিত কমিটির কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলো।

এক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে সুস্পষ্ট কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট মন্তব্য ঃ আন্তঃ মন্ত্রণালয় মনিটরিং ও সুপারভিশন এবং সমন্বয় জোরদার করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ জড়িত মন্ত্রণালয়সমূহকে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিট সুপারিশঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগ-স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের উচিৎ দৈনন্দিন কার্যাবলীর অংশ হিসাবে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলি পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করা এবং রিপোর্ট প্রণয়ন করা।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচিৎ হাসপাতালগুলোর জন্য করনীয় নির্দেশনা জারী করা এবং যারা তা পালনে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্বাক্ষরিত

মোহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভূঁঞা
মহাপরিচালক
পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

বাঃসঃমুঃ-২০১৬-১৭/২৬১৭কম/এ—৭১০ বই, ২০১৬।